TEHATTA SADANANDA MAHAVIDYALAYA

Tehatta, Purba Bardhaman

ONE DAY NATIONAL SEMINAR

ON

12th May, 2023

EMERGING TRENDS IN INDOLOGY AND TAGORE RESEARCH

ভারততত্ত্ব চর্চা ও রবীন্দ্র গবেষণার নতুন দিগন্ত

ABSTRACT BOOK

ONE DAY NATIONAL SEMINAR ON

EMERGING TRENDS IN INDOLOGY & TAGORE RESAERCH

ভারততত্ত্ব ও রবীন্দ্র গবেষণার নতুন দিগন্ত

Date of the Seminar 12th May, 2023

Organised By

Sanskrit & Bengali Departments
in Collaboration with IQAC
Of

Tehatta Sadananda Mahavidyalaya

Tehatta, Purba Bardhaman - 713122

Eminent Speakers of the Seminar

Dr Tapan Kumar Mondal
Assistant Professor
P.G Department of Bengali
Baharagora College, Baharagora , Jharkhand

Dr Krishna Gopal Roy
Retd. Principal
Chapra Bangaljhi
Nadia, West Bengal

Dr Susmita Goswami
Assistant Professor
Department of Sanskrit
Lady Brabourne College, Kolkata ,
West Bengal

রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনায় প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব এবং বর্তমান যুগে তার প্রাসঙ্গিকতা

Paramita Majumder (Sengupta)

Assistant Professor in Philosophy at Gurudas College
E Mail - paramitasg73@gmail.com

‘শিক্ষা’ বলতে বোঝায় অভ্যাস এবং চিন্তনের দ্বারা উদ্দিপকের প্রতি প্রতিক্রিয়ার সংস্কার সাধন যা পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার ওপর নিজস্ব ছাপ রেখে যায়। প্রশ্ন হল শিক্ষার প্রভাব কি একটি উদ্দিপকের প্রতি যথাযথ প্রতিক্রিয়াসাধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? নাকি এর প্রভাব আরও সুদুরপ্রসারী ? উত্তরে বলা যায় শিক্ষার প্রভাব শুধু উদ্দিপক ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তার প্রভাব মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রতিটি স্তরে রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটিতে ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাচীন রূপ এবং এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারনার দ্বারা উনবিংশ শতকের বিশ্ববন্দিত কবি, সাহিত্যিক এবং সমাজ সংস্কারক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ভাবনা কতখানি প্রভাবিত তার ওপর আলকপাত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান কালে সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দুঃসময়ে রবি ঠাকুরের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি তা বিচার করে দেখার প্রচেষ্টাও এই প্রবন্ধটিতে নেওয়া হয়েছে।

The Nature of Meditation in Jain Philosophy : An analysis

SUMAN NANDI

RESEARCH SCHOLAR IN SANSKRIT AT ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR

E Mail - sumannandi27@gmail.com

Meditation occupies a very prominent place in Jain tradition. Its biggest proof is that the idols of Jain Tirthankaras. The Jain approach to Meditation is purely psychological.The human mind never remains thoughtless even for a moment. It remains constantly engaged, thinking of good or bad things whether necessary or not, and whether they are of our immediate concern or not. The Jain thinkers have taken account of this fact, and have analyzed the condition of the human mind into four categories, namely Ārtta Meditation, Raudra Meditation, Dharma Meditation and Śukla Meditation. Ārtta Meditation and Raudra Meditation are inauspicious and Dharma Meditation and Śukla Meditation are auspicious. These four categories cover all the conditions of mind. Thus, it may be an interesting topic to examine the various aspects of Meditation expressed in Jain Philosophy and find out the relevance of these in the present age.

NATIONALISM AND RABINDRANATH: AN ALTERNATIVE DISCOURSE

ARIJIT CHOWDHURY

ASSISTANT PROFESSOR IN POLITICAL SCIENCE AT SRIKRISHNA COLLEGE
E Mail - arijit22.ch@gmail.com

In the closing years of the nineteenth century, Rabindranath opened the possibilities of an alternative nationalist discourse that unfortunately could not influence the mainstream political activities of the 20th century. This alternative discourse emphasizes a) uniqueness of Bharatiatwa(Indianness), but argues that b) it does not mean a propensity towards the Moksha (freedom from worldly ties) and insists that c) by accepting worldly attachments and by d)freeing one's mind from fear and e) by trying to imagine the unimaginable this uniqueness must be realized.

Rabindranath in many cases opposed the idea of nationalism but did not oppose the concept of nation. He supported patriotism but opposed ardent patriotism. He understood that nationalism had an intense patriotism that may be called radical nationalism or chauvinism. He opposed extreme nationalism or chauvinism as he believed that radical nationalism or chauvinism was responsible for World War, so he could never willingly accept the idea of nationalism.

He could have always taken nationalism as a Western term and to maintain the basic nuance, he even preferred to retain the word like "Nation" and "nationalism" as they are in Bengali instead of using the popular Bengali "jati" (i.e. Nation)and jatiyatabad (i.e. Nationalism). But this does not mean that he had no feelings for his country and countrymen like any contemporary nationalist. He had always cherished an idealist concept of "Mahabharat" which contrary to the negative element of nationalism, possessed all the positive virtues of Indian society-based civilization.

The nature of Tagore's concept of Mahabharat Bridged his nationalism with internationalism. it was, as we have seen neither rejection of the concept of theOrient, nor even a total rejection of his nationalism. it was rather a most inclusive kind of nationalism without the negative element of Western one and we find a shift as well as renewal of his orientalism: from an inward-looking to an outward-looking Orient. , that is to say, India, as the Orient conceived as the melting pot of different civilizations and the world, was seen from the plane of this Mahabharata.

This research paper will be tried to critically explain Rabindranath's views on Nationalism and its alternative discourse.

প্রাণের উপলব্ধিতে, জীবনের পূর্ণতায় দুই ঋষি

Dolan Ghosh

State Aided College Teacher - 1 in Philosophy at East Calcutta Girls' College
E Mail - dolanghoshmail@gmail.com

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের প'রে।।"
- কবিগুরু (সত্তর বছর পূর্তিতে)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সেমিনারে আমি ফিরে দেখাতে চাইছি কবি ও তাঁর বন্ধু এবং বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের সত্তর বছরের জন্মদিন উদ্‌যাপনের দিনটিকে। সত্তর বছর বয়সকে মনে করা হয় জীবনের পূর্ণতার বয়স। বিজ্ঞানী আচার্য শ্রীজগদীশ চন্দ্র বোসের ৭০ বছরের জন্মদিন ৩০শে নভেম্বর ১৯২৮ সালে আর বিশ্বকবির ৭ই মে ১৯৩১ সালে। সেই সময় এই দুই মনীষিই ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ তাঁদের সৃষ্টিতে। জীবনের পূর্ণতায় দাঁড়িয়ে মহান ঋষির মত তাঁরা একে অপরকে যেভাবে অভিবাদন করেছেন, স্মরণ করেছেন - তাঁদের পরস্পরকে লেখা চিঠিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে; সেই বিষয়টিকেই আমি আমার প্রবন্ধে আলোচনা করতে চলেছি।

রবীন্দ্রদর্শনে "দুই আমি ও বিশ্ব মানবতাবাদ" এর একটি পুনর্মূল্যায়ন

HARU MONDAL

Assistant professor in Philosophy at Sonarpur Mahavidyalaya

E Mail - harumohona@gmail.com

সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের আসল স্বরূপ নির্ধারণের মধ্য দিয়ে ‘বিশ্ব-মানবতাবাদ’ প্রতিষ্ঠা করা। কারণ তিনি মনে করতেন যে, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে থাকে একটা ‘ছোট আমি’ বা ‘কাঁচা আমি’ আর একটা ‘বড় আমি’ বা ‘পাকা আমি’। তিনি মনে করতেন যে, বেশিরভাগ মানুষ তার ছোট আমি’র মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে চায় বলেই বিশ্ব সংসারে এবং ব্যক্তিগত জীবনে এত বেশী দ্বন্দ্ব, কলহ, অশান্তি এবং জীবন ধারণের প্রতি এত বেশী বিতৃষ্ণা। প্রাত্যহিক জীবনে ছোটখাটো ঘটনা ঘটলেই তারা মনে করেন যে, এজীবনে বেঁচে থাকা অর্থহীন। আর তার ফলস্বরূপ তারা আত্ম হননের পথ বেছে নেয়। যদিও সেটি তার কাপুরুষতা। কারণ এই জগত সংসার দ্বন্দ্বময় অর্থাৎ সুখ দুঃখ নিয়েই জগৎ। এই জগতে অনাবিল সুখ বলে কিছুই নেই। আমরা কেবলমাত্র আমি এবং আমাদের আত্মীয় স্বজনদের স্বার্থ নিয়েই সর্বদা বেঁচে থাকার চেষ্টা করি বলেই আমাদের মধ্যে এত বেশী দুর্ভোগ ও আশান্তি। এই আমিকেই কবি গুরু ‘ছোট আমি’ বা ‘কাঁচা আমি’ বলে সম্বোধন করেছেন। কেননা এই আমির মধ্যে সর্বদাই আত্মস্বার্থ, আত্মচিন্তাই বিরাজ করে। পক্ষান্তরে, যিনি সর্বদাই পরহিতায় বেঁচে থাকেন, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন, তিনিই একমাত্র অনাবিল আনন্দ ও সুখ অনুভব করেন। এই ব্যক্তির আমিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বড় আমি’ বা ‘পাকা আমি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা এই পাকা আমি’র মধ্যে কোন রকম আত্মস্বার্থ থাকে না। আর এই আমি যুক্ত ব্যক্তি সর্বদাই আত্মপোলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনিই একমাত্র সসীমের মাঝে অসীমকে খুঁজে পান। কেননা, বেদান্ত বলে ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’। আর যদি প্রত্যেকের নিজের আত্মা ব্রহ্ম হয় এবং সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি যদি প্রত্যেক ব্যক্তির হয়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর সকল ব্যক্তির মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করতে পারবেন। এর ফলস্বরূপ ঐ ব্যক্তির দ্বারা সমাজের পক্ষে

রবীন্দ্র দর্শনে জাতীয়তাবাদ — একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা।

RAJESH BISWAS

RESEARCH SCHOLAR in BENGALI at ASSAM UNIVERSITY, SILCHAR
E - Mail - rajesh1984jun@gmail.com

রবীন্দ্রনাথের দর্শন অদ্বৈত বেদান্তের ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মানুষ প্রধান ও ব্রহ্মের দ্বিতীয় সত্ত্বা হিসেবে মানুষ-ই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ যখন তার খ্যাতির মধ্যগগনে তখনই পরাধীন ভারতবর্ষে চলছিল তীব্র স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই সময় বিশ্বব্যাপী তোলপাড় হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদ (Nationalism), আন্তর্জাতিকতাবাদ (Internationalism) ও দেশপ্রেম মূলক বিতর্কে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। নানা ধর্ম ও নানা বর্ণের সম্প্রদায়গত বিভেদের মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ কি হবে? বা কি হওয়া উচিত? তাই ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। দেশ কি,ন্যাশন কি, দেশ এর সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক কিরকম হবে এবং আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইউরোপীয় 'ন্যাশনালিজম' ও সভ্যতা সংস্কৃতিকে অনুসরণ করবে, না ভারতের প্রাচীন ধর্ম-সমাজ- সভ্যতাকে পুনর্জীবিত করবে– এই নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল। রবীন্দ্র দর্শন এই সংশয় দূর করে, ভারতবর্ষের আদর্শ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেছিল। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচেতনাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করেছেন। বিশ্বমানবিকতাবোধ সংস্কারমুক্ত মানুষ তৈরি করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ এমন হবে, নিজের দেশের পাশাপাশি অন্য দেশ এবং অন্য দেশের মানুষ বা জাতিকে শ্রদ্ধা করতে শেখাবে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের নীতি কে প্রচার করে মানবতার জয় ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয়তাবাদ।

কাব্যাঙ্গচিন্তনে বামনের অবদান

Priyanka Das

RESEARCH SCHOLAR in Sanskrit at BURDWAN UNIVERSITY,
E - Mail - priyankadas.bolpur.2016@gmail.com

অলংকারের জন্যই কাব্য উপাদেয় বা আস্বাদনযোগ্য হয়-"কাব্যংগ্রাহ্যমলংকারাৎ"। কবিকে কাব্যের উপাদেয়ত্বের সাধক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে হলে একদিকে যেমন সৌন্দর্যবিঘাতক দোষগুলিকে পরিহার করতে হবে , তেমনি অপরদিকে গুণ ও অলংকার গ্রহণ করতে হবে-"স দোষগুণালংকারহানাদানাভ্যাম্"।ওজঃ , প্রসাদ , ইত্যাদি গুণ এবং উপমা, রূপক ইত্যাদি অলংকারের দ্বারা বিভূষিত শব্দার্থযুগলকেই কাব্য বলা হয়েছে । আচার্য বামন কাব্যের বিশিষ্টতা আলোচনা করে কাব্যাঙ্গ নিরূপণপ্রসঙ্গে তিনি যে লোক , বিদ্যা ও প্রকীর্ণের কথা বলেছেন সেগুলিকে সহজেই প্রতিভা , ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য কবিকে যেমন লোকবৃত্ত অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গমের ব্যবহার জানতে হয় , তেমনি সমভাবেই বিদ্যা অর্থাৎ ব্যাকরণ , ছন্দঃ , অভিধান , কলাশাস্ত্র , কামশাস্ত্র ইত্যাদির গভীর ও নির্মল জ্ঞানও লাভ করতে হয় । এ ব্যুৎপত্তি বা বহুজ্ঞতা কবির পক্ষে আয়াসলভ্য । আচার্য বামন ব্যুৎপত্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরচনায় নিরন্তর অনুশীলন বা অভ্যাস ও অপরিহার্য । তিনি প্রকীর্ণ অংশে অভ্যাস বা অভিযোগের সঙ্গে প্রতিভার কথাও উল্লেখ করেছেন-"লক্ষ্যজ্ঞত্বমভিযোগা বৃদ্ধসেবাঽবেক্ষণং প্রতিভানমবধানং চ প্রকীর্ণম্।" কাব্যাঙ্গচিন্তনে বামনের বিশেষ অবদান রয়েছে। এটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনে কেনোপনিষদের ভূমিকা ; একটি বিশ্লেষণ

Sourav Ghosh

Sate Aided College Teacher in Sanskrit at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - souravghosh768728@gmail.com

বৈদিক ঋষি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের দ্বারা জীবের চরম লক্ষ্য বা ইষ্টবস্তু অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মকে লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু কি বা কে - এই ব্রহ্ম ? কি তাঁর স্বরূপ ? যে ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির দ্বারা আমরা জগতের সবকিছু অনুভব করি, সেই ইন্দ্রিয় বা মন প্রভৃতির দ্বারা কি ব্রহ্ম কে জানা যায়? ঋষিমানসে এইসকল প্রশ্নের উদয়েই উৎপত্তি ঘটেছিল উপনিষদ সাহিত্যের। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত অসংখ্য উপনিষদের মধ্যে সামবেদের কেনোপনিষদ ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কেনোপনিষদে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে ব্রহ্ম জানা অজানা সবকিছুর পারে।

রবীন্দ্রনাথ, সার্ত্র: প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে মুক্তি চেতনা

Susmita Mondal

State Aided College Teacher in Philosophy at Tehatta sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - susmitamondal8089@gmail.com

'তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূর আমি ধাই'' - এই চিরন্তন শাশ্বত সত্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। পুরা কাল থেকে এই সাহিত্য এবং দর্শন উভয়ই নতুন নতুন সৃজনশীল ছাপ রেখে গেছে। রেখে গেছে রং তুলি দিয়ে আঁকা প্রেম, কবিতা, নাটক, গান ,উপন্যাস ,ইত্যাদি সাহিত্য শিল্পকলা। বাংলা সাহিত্যের মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের এক অন্ধকারময় যুগ অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেই অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটিয়ে দুই জগত থেকে জন্ম নিয়েছিল এক রেনেসাঁসের যুগ - যার নাম হলো-'বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন' ও 'বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শন'। এই নতুন যুগের এবং নতুন পথের পথপ্রদর্শকরা হলেন-স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধীজী, রাধা কৃষ্ণাণ ,আম্বেদকর ,ফ্রেগ এ, রাসেল, ভেটগেন স্টাইন, হাইডেগার ,এয়ার ,সার্ত্রের মত মহান দার্শনিকগণ।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে এই বিশ্বকবি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেমন একাধারে কবি ,সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক,ছোট গল্পকার, দার্শনিক ছিলেন ঠিক একই রকম ভাবে, ফ্রান্সের যা পল সার্ত্র ছিলেন একাধারে কবি ,সাহিত্যিক, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, এবং দার্শনিক। দুই মেরুর দার্শনিকগণ 'মুক্তি ,'ও 'স্বাধীনতা' এবং 'মানবতার' কথা ভাবতেন এবং কলম ধরেছিলেন এই ত্রিবিধ তত্ত্বের জন্যই। যদিও তারা আসলে একটি কথাই ভাবতেন তাদের এই ত্রিবিধতত্ত্বের মূলে'

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুক্তি বলতে আসলে কি বুঝিয়েছেন?
২. সার্টে ওপর রবীন্দ্র ভাবনার প্রভাব ঠিক কতদূর সুদূরপ্রসারী?
৩. সার্ট কি রবীন্দ্র কিরণে লক্ষ্য করেছিলেন স্বাধীনতা এবং মুক্তির স্বাদ?
৪. উভয় দার্শনিকগণ মানবতা বলতে ঠিক কি বুঝিয়েছিলেন ?

আসলে এই ধারণাগুলির মধ্য দিয়ে উভয় দার্শনিকগণ আসলে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করলেও একটি আসল কথাই বলতে চেয়েছেন তার পর্যালোচনা করাই হলো আমার এই গবেষণা পত্রের মূল বিষয়।

ঈশ্বরের প্রতীক উপাসনা - উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

Nandita Das

Assistant Professor in Sanskrit at Nabadwip Vidyasagar College
E - Mail - dasnandita8102@gmail.com

মূর্তি পূজার প্রচলন বৈদিক যুগে ছিল কিনা, এ বিষয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। নিরাকার এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা করা সাধারণ মানবের পক্ষে সহজ নয়। সেই জন্য অনেকে মনে করেন যে বৈদিক দেবতাগণ মনুষ্যাদির মতো দেহধারী জীব। কিন্তু অপরপক্ষ মনে করেন যে দেবতাগণ শরীরী জীব নন। বৈদিক দেবতা শরীরী কিংবা অশরীরী এই বিতর্ক বহুকাল থেকেই চলে আসছে।

রবীন্দ্রনাথের দর্শন চিন্তনে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব

Namramita Bhuiya

Assistant Professor in Philosophy at Kishore Bharati Bhagini Nivedita College co ed
E - Mail - namramita1987@gmail.com

ভারতবর্ষে Philosophy শব্দটি ‘দর্শন' হিসাবে পরিচিত হয়ে থাকে যার অর্থ হল Vision বা ‘অন্তর্দৃষ্টি’ 'Vision of real' । রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থেই ‘দর্শন” শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন । সেই কারণেই তার চিন্তা ভাবনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর । 'Religion of Man' তিনি বলেছিলেন ‘আমি অনেক আগেই এ বিষয়ে শপথ করেছিলাম যে ধর্ম আসলে কাব্যিক ধর্ম (Poet's religion) । সবকিছু আসেল অন্তর্দৃষ্টি প্রসূত । পাপ-পুণ্য, মঙ্গল-অমঙ্গল, মৃত্যুর পরবর্তীকালীন জীবন প্রসঙ্গে কোন সদুত্তর তিনি পাননি । রবীন্দ্রনাথের দর্শন রবীন্দ্রনাথেরই দর্শন । অন্তরের বীক্ষণাগারে দীর্ঘপ্রজ্ঞার আলোক ধারায় তা সিঞ্চিত । রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকা উপনিষদীয় চিন্তাভাবনা এবং বেদান্ত । উপনিষদ থেকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন আনন্দের তত্ত্ব ‘সর্বং খলিদ্বং ব্রহ্ম । আবার তার উপনিষদ ও বেদান্ত ধারার সঙ্গে নিজস্ব চিন্তন ঈশ্বর মানব সম্পৃক্ত হয়ে সবকিছু সম্পর্কে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দেয় । তাই আলোচ্য এই গবেষণাপত্রটির মধ্য দিয়ে আমি উপনিষদ, বেদান্ত এবং রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবি ধর্ম কিভাবে মিলে মিশে এক হয়ে ভারতীয় দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে তারই একটি রূপচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব ।

বৈদিক যুগে নারীদের গতিপ্রকৃতি

Abhishek Banerjee

State Aided College Teacher in Sanskrit at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - abhishekbanerjee912@gmail.com

সাহিত্যের মানুষ সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়,নারীরা তাদের ব্যতিক্রম নয়। নারীরা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে এবং তাদের সাহিত্য সব সাহিত্যিক বৃত্তে প্রশংসিত। নারী ও সাহিত্য একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তার কারণ সাহিত্য ভাল হতে অনেক শৈল্পিক সৃজনশীলতা প্রয়োজন, এর ক্ষেত্রে নারীরা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণের ও সর্বোপরি লিঙ্গবৈষম্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতা ও যোগ্যতার বিচারে অবাধে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। বৈদিক সমাজে নারীরা যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন, নারীর জন্য নারীর ক্ষমতায়ন, শান্তি এবং জ্ঞানের একটি মহান উৎস হিসেবে নারীশিক্ষা ছিল তৎকালীন যুগে সবকিছুর শীর্ষে। তারা বিনামূল্যে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ লাভ করত। এনাদের মধ্যে বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, অপালা, ঘোষা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Tagore’s Educational Philosophy and its Relevance in New Education Policy 2020

Unmana Mukherjee

Assistant Teacher in English at Ukta Pichkuri High School
E - Mail - unmanalahiri@gmail.com

The educational philosophy of Tagore is the outcome of his philosophy of life which has its origin in the Upanishadic thought. Now a days, New Education Policy (NEP) 2020 and its implementation is a burning question. We would like to focus here on its relevance with Tagore's educational philosophy, whether it can fulfil the vision envisaged by Rabindranath, the path shower. This paper uses the methodology of extensive reading of articles on and by Tagore, his life and autobiography in the light of NEP 2020. This paper observed that almost a century ago Tagore visualized what we call ' education for international understanding ' today. He voiced for the use of mother tongue, study of classical and foreign languages, vocationalization of education, extra curricular activists, teacher training programme which get reflected in NEP 2020. However, NEP is silent about other issues raised by Tagore.

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা

HOIMONTI BANERJEE

State Aided College Teacher in Political Science at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - hoimontibanerjee@gmail.com

জাতীয়তাবাদ হল এমন এক মানবিক অভিব্যাক্তি,যা একটি জাতি তথা রাষ্ট্রের কাছে সেই রাষ্ট্রের আত্মাভিমান,সেই রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য তাকে তুলে ধরে। একটি পরিণত জাতীয়তাবাদের ধারনা তখনই গড়ে ওঠে যখন একটি নির্দিষ্ট জনসমাজ শক্তিশালী এবং সচেতন জাতি সত্ত্বা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পাশ্চাত্যের দেশ গুলিতে কালের প্রবাহে এইভাবেই পৃথক জাতি সত্ত্বার বিকাশ ঘটেছে এবং এক একটি জাতি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে 'One Nation,One State ' এই আদর্শকে সামনে রেখে। কিন্তু আধুনিক ভারতের অন্যতম স্থপতি রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে ধারনা তৈরি করেছেন, তা অনেকাংশেই ইউরোপীয় নবজাগরণের দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোন সচেতন ভারতীয়ত্বের ধারণা গড়ে তুলতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশি দ্রব্য বর্জন করার কথা বলেন। আর শেষ জীবনে আন্তর্জাতিক হবার কথা বলেছিলেন। তিনি একজন ভারতীয় কে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার পরিবর্তে বিশ্ব নাগরিক হিসাবে তুলে ধরার কথা বলেছেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তার স্বদেশাচার, স্বদেশী আন্দোলন, স্বদেশী মেলার উদ্বোধন এমনকি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করা, হিন্দু জাতীয়তাবাদের সাক্ষ্য বহন করে। আবার তিনি 'নেশন' বলতে সংকীর্ণ জাত্যাভিমান বা স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেছেন। তিনি ' নেশন ' কে মানবসমাজের বিকাশের একটি বিশেষ স্তর হিসাবে না দেখে শব্দটিকে একটি ইউরোপীয় সমাজের নতুন এক সংস্করণ বলে মনে করেছেন।জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই স্ববিরোধিতার ধারণা এবং দেশপ্রেম এর গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ব প্রেমের আহ্বান আজকের বিশ্ব রাজনীতিতে (দুই বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল, বিশ্বায়ন, পারমাণবিক অস্ত্রের সম্প্রসারণ,সর্বোপরি করোনা মহামারী,দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক উত্থান) কতটা প্রাসঙ্গিক আমার এই প্রবন্ধে আমি সেই বিষয়ে আলোকপাত করবো।

Aspects of Nationalism: Rabindranath Tagore's Ideas and Ideals

Rupen Mondal

Assistant Professor in English at Nabadwip Vidyasagar College
E - Mail - devdasi2009@gmail.com

The parochial forms of self interest can invade the most sacred of emotions. Nationalistic feelings are no exception. R N Tagore had numerous forebodings in this regard and he expressed them amply in his writings. He emphasised on a plurality accepting worldview and the virtual demolition of narrow nationalistic boundaries.

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি তে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চেতনা

Sanchita Maji

State Aided College Teacher in History at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - sanchitamaji8@gmail.com

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের পর ভারত বর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় গণআন্দোলন হলো বঙ্গভঙ্গ কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বদেশী আন্দোলন। ঐক্যবদ্ধ বাংলা ও বাঙালি জাতিকে বিচ্ছিন্ন করে, বিভেদ সৃষ্টি করায় বঙ্গভঙ্গের লক্ষ্য। আর বঙ্গভঙ্গ কে কেন্দ্র করি গড়ে উঠেছিল স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্বদেশী আন্দোলনে জাতি , ধর্ম ,বর্ণ প্রতিটি বাঙালি যোগদান করেছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় জাতীয়তাবাদ একটা অনুভূতি । এই প্রবন্ধের মূল বিষয় রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা স্বদেশী আন্দোলন ও তার জাতীয়তাবাদী চেতনা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । স্বদেশী আন্দোলনের শেষ পর্বে অর্থাৎ ১৯১০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গোরা উপন্যাস প্রকাশিত হয় । এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র গোরা একবার ত্রিবেণী সঙ্গমে অগণিত ভারতীয়দের সাথে স্নান করে ভারতকে নিজের অন্তরে অনুভব করে। গোরা চিন্তায় ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী আন্দোলন কে কেন্দ্র করে এই জাতীয়তাবাদী চেতনা সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই সময় তিনি বিলেতি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। স্বদেশী সমাজ নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে বঙ্গভঙ্গের মূল সমস্যার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমে তার নিজের জাতির প্রতি ভালোবাসা তথা জাতীয়তাবাদী ধারণা প্রকাশিত হয় । স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে রাখি বন্ধনের মাধ্যমে কাছে এনেছিলেন। এই আলোচনার মাধ্যমে বর্তমানের উন্মত্ত ও হিংসা বিধ্বস্ত পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ বিরচিত 'বাল্মীকিসংবর্দ্ধনম্' নাটকের একটি আলোচনা ও ছন্দ বিচার

SHYAMSUNDAR KUMBHAKAR

RESEARCH SCHOLAR in Sanskrit at BURDWAN UNIVERSITY,
E - Mail - shyam317225@gmail.com

বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ বিরচিত 'বাল্মীকিসংবর্দ্ধনম্' পাঁচ অঙ্কের অত্যন্ত রসোত্তীর্ণ অসাধারণ একটি নাটক।নাটকটিতে মোট বারোটি দৃশ্যে নায়ক রত্নাকরের সুখ-দুঃখের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা যায়।এই নাটকটি দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে রূপান্তরের অতি পরিচিত একটি উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। নাটকে দেখা যায়, নায়ক রত্নাকর প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন।দস্যুবৃত্তি করে যে পরিমাণ অন্য জোগাত, তাই দিয়েই পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন তুলে দিতেন।এই ভাবেই সে তাঁর দিনগুলি অতিবাহিত করছিল। তারপর কোন একদিন ব্রহ্মা ও নারদ রত্নাকরের কাছে আসে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে, তার এই দস্যুবৃত্তিজনিত পাপের অংশীদার কে হবেন? উত্তরে রত্নাকর জানায়, যেহেতু এই দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছে তাঁর পরিবারের জন্য, তাই তাঁরাই তার পাপের অংশীদার হবেন। এরপর ব্রহ্মা ও নারদের নির্দেশে সে তাঁর পিতা, মাতা ও স্ত্রীর কাছে এসে জানতে পারে, তিন জনেই পাপের অংশীদার হতে নারাজ। এরপর রত্নাকরের আত্মচেতনা ফিরে আসে। নাটকের অন্তিমে নায়ক রত্নাকরের উপলব্ধি হয়, পরিতাপ, আত্মগ্লানি মানুষের পাপাত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। জপতপই আত্মশুদ্ধির এক প্রশস্ত উপায়। অনুতাপনলে দগ্ধ হয়ে তপস্যার মাধ্যমে দস্যু রত্নাকরের আত্মা পরিশুদ্ধ হয় এবং মহামুনি বাল্মীকিরূপে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, গুণে সমৃদ্ধ, অলংকারে বিভূষিত এবং বিবিধ ছন্দপ্রয়োগে সমুজ্জ্বল নাটকটি পাঠক ও দর্শকের কাছে উচ্চ প্রশংসা দাবী রাখে।

সংস্কৃত দূতকাব্য-সাহিত্যে 'ঘটকর্পরকাব্য' এর একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন।

Rekha Shit

RESEARCH SCHOLAR in Sanskrit at THE UNIVERSITY OF BURDWAN
E - Mail - shitrekha1997@gmail.com

সংস্কৃত সাহিত্য জগতে দূতকাব্য এক স্বয়ংপ্রসিদ্ধ নাম। দূতকাব্য সাহিত্যে মেঘকে দূতরূপে প্রেরণ এক পরম্পরা ক্রমে চলে আসছে। এই পরম্পরা শুরু হয়েছে, যে সব দূত কাব্যের হাত ধরে তাদের মধ্যে অন্যতম হল - কবি ঘটকর্পর বিরচিত ঘটকর্পরকাব্য। আর এই দূতকাব্য সাহিত্যে ঘটকর্পর কাব্যটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। মেঘদূত সমসাময়িক এই রমণীর দূত কাব্যটি মেঘদূতে উজ্জ্বল আলোতে ঢাকা পড়ে গেলেও এই কাব্যের গুরুত্ব সংস্কৃত দূতকাব্যের ইতিহাসের কোন অংশে কম নয়।

ঘটকর্পর কবিকৃত 'ঘটকর্পর' কাব্যটি ২২ টি শ্লোকে, বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস ও যমক অলংকারে বিরচিত একটি লঘু দূতকাব্য। এখানে মোট আটটি ছন্দের ব্যবহার রয়েছে - বসন্ততিলক, সুন্দরী, উপজাতি প্রভৃতি। এই কাব্যে এক বিরহবনিতা দেশান্তরিত স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রেরণের জন্য মেঘকে দূতরূপে নিয়োগ করে।নায়িকার বিরহকাতর আবেদন শুনে মেঘ প্রত্যাবর্তন করলে বর্ষা থেমে যায়, বর্ষার শেষে নায়কের প্রত্যাবর্তন ঘটে। কাব্যে বর্ষাবর্ণন অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে, এছাড়াও কবি প্রোষিতভর্তৃকা বিরহিণী নায়িকার এক মনোমুগ্ধকর চিত্রাঙ্কন করেছেন। কাব্যে প্রকৃতির সৌম্য রচনা পরবর্তীকালের কবিদের সাহিত্যের রসদ দান করেছে। যেহেতু সম্পূর্ণ কাব্যটি যমক অলংকারে রচিত তাই এই কাব্যের ভাবানুরূপ ভাষার প্রয়োগ সহৃদয়ের মনে এক বিশেষ স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্র গল্পে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

Koyel Ghosh

State Aided College Teacher In Bengali at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - koyel.ghosh61@gmail.com

ইংরেজি culture এর প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি শব্দটি ১৯২২ সালে বাংলায় প্রথম ব্যবহার শুরু হয়। সংস্কৃতি শব্দটা এসেছে মারাঠা থেকে, এর আভিধানিক অর্থ হল চিৎ প্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Culture অর্থে বাংলায় সংস্কৃতি শব্দটি প্রস্তাব করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর অনুমোদন দেন। এর আগে বাংলায় কৃষ্টি শব্দটি চালু ছিল Culture এর প্রতিশব্দ হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন কৃষ্টি শব্দটি কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত সুতরাং Culture অর্থে সংস্কৃতি শব্দটি উপযুক্ত। সংস্কৃতি বা কৃষ্টি হল একটি জটিল সামগ্রিক বিষয় যা জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, শিল্প, আইন, রাজনীতি, আচার এবং সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের অর্জিত অভ্যাস বা সামর্থ্য কে বোঝায় অর্থাৎ বলা যায় একটি গোষ্ঠী দল বা জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে জ্ঞান আহৃত হয় তার সমষ্টিই হল সংস্কৃতি।

ছোট গল্প হল বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম শিল্প মাধ্যম এই মাধ্যমটির উদ্ভব বিকাশ এবং সার্থক রূপসিদ্ধি রবীন্দ্রনাথের হাতেই। উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকেই বস্তুত অর্থে বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু এবং সে যাত্রার পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ তাই সেখানে সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন চিত্র ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্র ছোট গল্পেও এর অন্যথা ঘটেনি। বাঙালির বাস্তব জীবনের স্বাদ এবং সৌরভ আশা আর আনন্দ দুঃখ আর বেদনার শব্দ প্রতিমা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ আমাদের সাহিত্যের এক উজ্জ্বল সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ কে অবলম্বন করে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি রূপরেখা পেতে পারি। সমাজে ঘটে চলা বিভিন্ন প্রথা যেমন বহুবিবাহ,বিধবা বিবাহ, সামাজিক আচার- বিচার, নীতি কথা,নারীর অবস্থান জ্ঞান, লোকবিশ্বাস, শিল্পকলা, আদর্শ প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় রবীন্দ্র ছোটগল্পের আষ্টেপৃষ্ঠে গেঁথে আছে ।

বেদের আলোকে চেতনাবিজ্ঞান

CHIRANJIT DAS

RESEARCH SCHOLAR in Sanskrit at Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
E - Mail - 380daschiranjit@gmail.com

চেতনা শব্দ 'চিত্' ধাতু 'যুচ' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। যার অর্থ বুদ্ধি, জ্ঞান, চৈতন্য, চিত্তবৃত্তি। ইংরেজি ভাষায় একে Consciousness বলে। বেদবিজ্ঞানে চেতনার প্রয়োগ সর্ব প্রথম মনের সন্দর্ভে দেখা যায়। দর্শনশাস্ত্রে আত্মবোধই হল চেতনা। মানব বুদ্ধি নির্মিত শাস্ত্রে চেতনাজগত্ নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মনীষীগণ মন সম্পর্কিত যে চেতনাতত্ত্ব প্রকাশ করেন তার মূলে রয়েছে বেদবিদ্যা। এই নিখিল জগত্ চেতনাবদ্ধ। চেতনাকে আধার করে সর্বজ্ঞানবিজ্ঞান ও শব্দব্রহ্ম প্রকাশ পায়। পরমাত্মা ও মানবাভুদ্যয়ের যে অপেক্ষিত জ্ঞান সেটি বেদের বাণীর দ্বারা পাওয়া যায়। সত্ত্বগুণশালী মনীষীগণ তপঃশ্চর্যার দ্বারা সুক্ষতম চেতনার বর্তমান জ্ঞানসত্ত্বা দর্শন করেন। ব্রহ্মসত্তার বলীয়ান তপস্বীগণ 'মনো দেবঃ ', 'মনো বৈ প্রজাপতি'। 'মনএব সর্বম্ '। 'অনন্তং বৈ মন:' , 'মনো বৈ ব্রহ্ম:' , ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করেছেন। শতপথব্রাহ্মণে অগ্নির রূপ অবলোকন করে ঋষি ' মনো বৈ অগ্নি: ' এই বাক্যের দ্বারা অগ্নি সত্তার সঙ্গে মনের বর্ণনা করেছেন। চেতনার এক বিশিষ্ট ধারণা মনোবিজ্ঞানে পাওয়া যায় । মনোবিজ্ঞানে প্রদত্ত সংবেগ, প্রেরণা, চেতনা, স্বপ্ন, বুদ্ধি, যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, সফলতা, বিফলতা, প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বেদে পাওয়া যায়। প্রাণী মাএই একই চেতনার ব্যাপ্ত। পরস্পর বন্ধুত্ব, সুখ, সবার জন্যই প্রয়োজন। তাই ঋষি বলেছেন -" সর্বে ভবন্তু সুখিন: সর্বে সন্তু নিরাময়া:। সর্বে ..... ।"

সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী চেতনার চলচ্চিত্রায়নঃ প্রসঙ্গ সত্যজিৎ রায়ের ‘ঘরে-বাইরে’

Anindya Bhattacharya

State Aided College Teacher in Journalism and Mass Communication at Netaji Nagar College

E - Mail - anindya.bhattacharya1985@gmail.com

আধুনিক সমাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় মাধ্যম হলো চলচ্চিত্র। আর যে সমস্ত চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য সাহিত্য নির্ভর হয় সেগুলি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে গভীর রেখাপাত করে। সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রের অন্যতম একটি আঙ্গিক হলো রবীন্দ্র ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজচিন্তা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা বারংবার সাহিত্যের পাতা থেকে উঠে এসেছে সেলুলয়েডের পর্দায়। আমার এই নিবন্ধের উদ্দেশ্যে হলো ভারতীয় সমাজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার সিনেম্যাটিক চিত্রায়ণ বিশ্লেষণ করা। এই নিবন্ধে আমি গবেষণার জন্য একটি সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র বেছে নিয়েছি যেটি হল পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ১৯৮৪ সালে নির্মিত – ‘ঘরে-বাইরে’। এই চলচ্চিত্রটি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯১৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাস দ্বারা অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্র সাহিত্য নির্ভর এই চলচ্চিত্র স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে ররবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে কিভাবে চলচ্চিত্রের পর্দায় প্রতিফলিত করেছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে এই নিবন্ধের মাধ্যমে।

কৃষ্ণযজুর্বেদের প্রধান উপনিষদ্ সমূহের দৃষ্টিতে পুরুষার্থ চতুষ্টয়

Ananya Roy

Research Scholar in Sanskrit at The University of Burdwan
E - Mail - ananyaroy021@gmail.com

ভারতীয় সংস্কৃতির আদি ও প্রধান গ্রন্থ বেদ। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদ্। উপনিষদ্ সাহিত্যে প্রধানত দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্-এর উপদেশ রহস্যাত্মক। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব -এই চার বেদের প্রত্যেকের কিছু প্রধান উপনিষদ্ যেমন দেখা যায়, তেমনি কিছু অপ্রধান উপনিষদ্-এর সন্ধান পাওয়া যায়। তাই সব মিলিয়ে উপনিষদ্-এর সংখ্যা নিতান্তই কম নয়। কৃষ্ণযজুর্বেদের উপনিষদ্ সমূহের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের মনে উদিত হয় কঠোপনিষদ্, তৈত্তিরিয়োপনিষদ্, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-এর নাম। উপনিষদ্ সমূহে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে পুরুষার্থ। সেই সুদূর উপনিষদ্ সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি সর্বত্রই পুরুষার্থের একটি ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। পুরুষার্থ বলতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে বলা হয়েছে। এই চতুর্বিদ পুরুষার্থ পালনে একজন মানুষ যেমন সুন্দর পথের দিশারী হতে পারে তেমনি গড়ে উঠতে পারে সুন্দর সমাজ। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় প্রধান প্রধান উপনিষদ্ সমূহে এই পুরুষার্থের প্রতিফলন - এই বিষয়টি অবলম্বন করে এই শোধসারটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কৌটিল্য এবং বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

Amitava Roy

State Aided College Teacher in Sanskrit at Ananda Chandra College
E - Mail - amitavaroy1992@gmail.com

সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাজনীতি বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে পণ্ডিতগণ কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"- কে আজও বিবেচনা করেন। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি, নাগরিকদের নানারকম অধিকার ও প্রশাসন সম্পর্কে মহামতি কৌটিল্যের অবদান অনন্যসাধারণ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে বর্তমান যুগেও তার অবদান অসামান্য।

শান্তিনিকেতনের বাটিক ও রবীন্দ্রনাথ

Dr Nandini Chakraborty

Assistant Professor in Visual Art at Govt. College of Art & Craft, Calcutta
E - Mail - chakraborty.nandini322@gmail.com

বস্ত্র, মানুষের জীবনের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় বস্তু, যার অলংকরণে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। বাটিক হলো কাপড়ে নকশা ফুটিয়ে তোলার একটি পদ্ধতি। কাপড়ের কোনো কোনো অংশ মোম দিয়ে ঢেকে তাকে রঙে রঞ্জিত করে বাটিক করা হয়। মনে করা হয় এই শিল্পের জন্ম জাভা দেশে। রবীন্দ্রনাথের জাভা ভ্রমণকালে তিনি বাটিক শিল্পের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। দেশে ফেরার পর তাঁর প্রাণের শান্তিনিকেতনে বাটিক শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। কলাভবন ও শিল্পসদনের পাঠ্যসূচিতে বাটিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এব্যাপারে তাঁকে তাঁর পুত্রবধূ শ্রীমতি প্রতিমা দেবী অনেকটাই সাহায্য করেন। সরু তুলির মোমের রেখায় ফুটে ওঠা শান্তিনিকেতনের বাটিক ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বাটিক শিল্পী হিসাবে শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতি গৌরী ভঞ্জর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রেই বাটিকে শান্তিনিকেতনের চিরাচরিত আল্পনার একটা আভাস পাওয়া যায় , যেকারণেই হয়তো অন্যান্য বাটিকের থেকে এখানকার বাটিক স্বাতন্ত্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তাইতো আপামর বাঙালির চিরকালীন পছন্দের হয়ে থাকবে শান্তিনিকেতনের বাটিক।

নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ প্রণীত শ্রীসত্যকামবৃত্তম্ : একটি নাট্যশাস্ত্রীয় আলোচনা

MANJURA GHOSH

SCHOLAR in Sanskrit at The University of Burdwan,
E - Mail - manjuraghosh@gmail.com

নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ সংস্কৃত সাহিত্য আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে যে কজন কবি কাব্য রচনার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রদ্ধেয় স্মৃতিতীর্থ নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় একশো পনেরোটি রূপক রচনা করেছেন। এছাড়াও মহাকাব্য, খন্ডকাব্য আদিও রচনা করেন। তার রচিত নাটক গুলির মধ্যে উপনিষদ্ আশ্রিত একটি নাটক হলো শ্রীসত্যকামবৃত্তম্। ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খন্ডে সত্যকাম-জবালার উপখ্যানটি উপলব্ধ হয়। সত্যকামও জবালার কাহিনী কে অবলম্বন করে নিত্যানন্দ স্মৃতি তীর্থ পঞ্চমাঙ্কে নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকে গোত্রহীন সত্যকামের সত্যনিষ্ঠা ও সততায় মুগ্ধ হয়ে ঋষি গৌতমের তাকে ব্রহ্মদীক্ষা প্রদান করতে চাওয়া, গুরুর আদেশ পালন অবসরে তাঁর ক্রমে ক্রমে বায়ুদেব, অগ্নিদেব, হংস ও মদ্গু এর নিকট ব্রহ্মজ্ঞানলাভ এবং পরবর্তীতে ঋষি গৌতমের কাছে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ লাভ করে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি-ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে সত্যকামের জীবনবৃত্তান্ত ফুটিয়ে তুলেছেন পাঁচটি অঙ্কে। ভারতীয় নাট্যতত্ত্বানুসারে এই দৃশ্যকাব্যটিকে ‘নাটক’ আখ্যায় ভূষিত করা যায় কিনা তা আলোচনার বিষয়বস্তু।

Ravana Re-explored :Deconstructing the Demoniac Portrayal of Lonkeswar in His Devotion for Seeta- Mata

MOUSUMI DAS

Assistant Professor in English at Kandi Raj College
E - Mail - dpmousumi@gmail.com

Human concern for literary artefacts find its gradual evolution throughout the epochs and Indian mythology is not an exception. The two great Indian epics, the Ramayana and the Mahabharata underwent several interpretations in scholastic studies. Along with the twisting of the tale told in written form as well as in their oral version, the characters of the heroes and heroines of those popular literature have been penetrated and desseminated from ancient to modern days . This paper aims at finding out the unexplored dimensions of the major antagonistic character of the Ramayana, i, e, Lonkeswar Ravana who is unanimously looked down upon as an out and out a villain for his mischievous entrepreneurship. But this paper undertakes the task of ensuring the fact that apart from being a worshipper of Lord Shiva, Ravana has been endowed with the attribute of profound reverence for Lord Ramchandra and Sita-Mata.

রবীন্দ্রনাথ: জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বজনীনতা

Aniket Goswami

State Aided College Teacher In Political Science at Gurudas College
E - Mail - goswamiani27@gmail.com

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এক অনন্য সত্তার অধিকারী। তার পরিচিতি কেবলমাত্র কবি-সাহিত্যিক-গীতিকার-চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি,তিনি হয়ে উঠে ছিলেন রাজনীতি সচেতন-সমাজভাবুক-শিক্ষাবিদ সর্বোপরি বিশ্বজনীনতার অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ। পুঁজির বিস্তার,বাজার দখল,ঔপনিবেশ স্থাপনকে কেন্দ্র করে ওঠা নৈতিকতাহীন,মনুষ্যত্ববোধবর্জিত পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবোধ রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল বর্জনীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি তার কবি মনে গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল,স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তার গভীর আনুগত্য ও প্রীতি থাকলেও তিনি কখনোই অন্ধ জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেনি। জাতীয়তাবাদ মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে,অন্ধ জাতীয়তাবাদে মত্ত মানুষ ভুলে যায় প্রেম-প্রীতি-মুক্তির আদর্শ। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে ছিলেন বিশ্বজনীনতার মহান আদর্শকে। যে আদর্শ সমগ্র মানবসমাজকে এক সুতোয় বাঁধবে,অবাধ সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে বিশ্বব্যপী তৈরী হবে শান্তি সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বাতাবরণ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতার মূল লক্ষ্য ছিল মানবসমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। বিশ্বজনীনতা সংক্রান্ত তার চিন্তাভাবনা কেবলমাত্র তত্ত্বের গন্ডিতে আটকে থাকেনি এর প্রয়োগ তিনি করেছিলেন তার প্রাণের বিশ্বভারতী গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে।

নিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থের গুপ্তধন নাটকের অভিনবত্ববিচার

Sulochan Rana

Research Scholar in Sanskrit at Vidyasagar University
E - Mail - sulochanrana.in.com@gmail.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুপ্তধন' নাটক অবলম্বনে নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ 'গুপ্তধন'নাটক রচনা করেন।নাটকটি পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ঠ। প্রত্যেকটি অঙ্কে দুটি করে দৃশ্য মোট দশটি দৃশ্য রয়েছে।এই নাটকে এক পরিবারের মানুষের গুপ্তধন অন্বেষণ ও তার প্রাপ্তি নাট্যকারের দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কে হরিহর ও শঙ্কর এই দুই ভাই দেবী কালিকার পরম ভক্ত , তারা গুপ্তধন পাওয়ার জন্য কায়মনোবাক্যে দেবীর আরাধনা করেছে।তখন তাদের গৃহে আতিথ্যহেতু এক সন্ন্যাসীর আগমন হয়।তাদের আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হয়ে সেই সন্যাসী হরিহরকে কিছু দানের ইচ্ছা প্রকাশ করে।হরিহর দারিদ্র্যদূরীকরণের জন্য অর্থগ্রহন করে । দ্বিতীয়াঙ্কে শঙ্কর অগ্রজের কপটতা জেনেগোপনে সেই পত্রের অনুলিপি করে। রহস্যোদঘাটনের জন্য গুপ্তধন পাওয়ার জন্য নিজের পত্নী পুত্রকে ত্যাগ করে। এইভাবে শুরু।অন্তিমে,শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয়ের ধনপিপাসা নিবারণের জন্য তাকে ধনভাণ্ডারে প্রেরণ করেন।সেই ধনভাণ্ডারে ছিল অসংখ্য সুবর্ণ, ছিল না কেবল পৃথিবীর সুখ ও আনন্দ।সে জানল এই জগতের সুখের স্বরূপ।মানুষের কামনা প্রধান শত্রু।এই শত্রু বিনাশী পরম শান্তি।অতঃ ধনবৈরাগ্যই সুখের নিধানস্বরূপ।

নাটকের সামাজিক অবস্থাবিচার, নব চরিত্রের সমাবেশ, দার্শনিকত্ববিচার, পুরুষার্থবিচারে অভিনবত্বের অনন্য।সাধুসঙ্গ, ভূতযজ্ঞ, যুবকদের ঈশ্বরভক্তি উল্লেখযোগ্য।রবীন্দ্রনাথ ও নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের গুপ্তধন বিষয়ক বাংলা ও সংস্কৃত নাটকে অভিনবত্বের উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানসমাজে সংস্কৃত অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা

TANMOY ADHIKARY

RESEARCH SCHOLAR in Sanskrit at SIDHO-KANHO-BIRSHA UNIVERSITY
E - Mail - tanmoya491@gmail.com

ভাষা মনের ভাবপ্রকাশের একটি মাধ্যম। 'সংস্কৃত' যা একাধারে ভাষা তা অন্যদিকে সাহিত্য ও সমাজের পথপ্রদর্শকও বটে। এই সংস্কৃত মানুষের মনের ভাবপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আচার-আচরণ, অভিরুচি, সংস্কৃতির উন্নতিসাধনেও সমর্থ। এই ভাষা ইন্দোইউরোপীয় ভাষাপরিবারের ইন্দোইরাণীয় উপপরিবারের সতম্ বর্গের সদস্য। তাই এই ভাষার চর্চা অতিপ্রাচীনকাল থেকেই যে অব্যাহত ছিল তা বোঝা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে তার প্রচার ও প্রসার কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়েছে নানাকারণে। কিন্তু বর্তমানসমাজে এই ভাষা আরো বেশী করে প্রচারিত হওয়া দরকার। এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ‘ঋগ্বেদ’। এই ভাষাটিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাষা বলেও বর্তমানে উল্লেখ করা হয়েছে। নাসার বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে যে সংস্কৃতশিক্ষা মানুষের মস্তিষ্কের শিরা উপশিরার এবং মুখগহ্বরের এমন সমস্ত শিরা উপশিরার ব্যবহার করতে বাধ্য করে যা মানুষের বুদ্ধ্যাঙ্ক এবং মানুষের শরীরের শক্তিবর্ধক স্নায়ুকে বহুগুন তেজোদীপ্ত করে তোলে। এছাড়া বতর্মানসময়ে সমগ্র পৃথিবীতে সৌভ্রাতৃত্ববোধের বড় অভাব। চারিদিকে হিংসাত্মক পরিস্থিহতি। এসময়ে সংস্কৃতচর্চা প্রত্যেকের পথপ্রদর্শক হতে পারে। আলোচ্য সন্দর্ভে উপর্যুক্ত বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাতিশাখ্যে বর্ণস্থানের দেবতাসংযোগ : একটি বিশ্লেষণ

SURAJIT GARAI

RESEARCH SCHOLAR in SANSKRIT at THE UNIVERSITY of BURDWAN
E - Mail - surajitgarai123@gmail.com

বৈদিক সমাজের গোড়াপত্তনের কালনির্ণয় করা যেমন কঠিন ব্যাপার, ঠিক তেমনি দুঃসাধ্য ব্যাপার হলো ভারতবর্ষীয় দেবী-দেবতাদের উদ্ভব কাল নির্ণয়। সেই কোন সুদূর অতীত কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষে দেবতাদের রূপকল্পনা, উপাসনা ও পূজার্চনা চলে আসছে। দেবতাদের আকার প্রকারেও নানান বৈচিত্রের সংমিশ্রণ ঘটেছে। একেশ্বরবাদী হয়েও ভারতীয় মুণি ঋষিরা বহুদেবতার কল্পনা করেছেন তথা পরিবেশের প্রত্যেকটি দ্রব্যের সাথে কোথাও কারণ সহযোগে কোথাও বা কারণ ছাড়া দেবতাদের সংযোজন করেছেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কোন কারণ থাকলেও সময়ের ব্যাবধানে তা আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে; সেরকমই একটি অজ্ঞাত বিষয় হল অকারাদি বর্ণের সাথে দেবতাদের সংযোগ। প্রাতিশাখ্যাদি শাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্রে উচ্চারণ স্থান অনুসারে বর্ণগুলির বিভিন্ন প্রকার দেবতাদের নাম নির্দেশ করা হয়েছে, পরবর্তীকালে সেই সূত্রসমূহের ভাষ্য রচিত হয়েছে কিন্তু ভাষ্যকারেরাও সেবিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দেননি। তাই সেই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করার তথা দেবতাদের সাথে উচ্চারণ স্থানের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্র ভাবনায়-ইতিহাস চেতনা ও তার প্রাসঙ্গিকতা

Abu Toyab Sk

Assistant Professor in History at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - abutoyabsk90@gmail.com

ভারতের ইতিহাস বিষয়ক যথার্থ গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে পাওয়া যায়নি। আর যেটুকু পাওয়া গেছে তা সাহিত্যধর্মী অর্থাৎ তা সাহিত্যের কাছে ঋণী। তাই বলতেই হয় সাহিত্য ও ইতিহাস পরস্পরের পরিপুরক। এই ইতিহাস রচনার অনীহার মূলে আছে ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক চিন্তা ও পার্থিব জীবনের প্রতি অবসাদ। এই অহিংসাবাদী মনোভাবের জন্য আক্রমনকারী বিভিন্ন বিদেশী জাতিকে ভারতবর্ষ আপন করে নিয়েছে। বিশ্বকবি তাই ভারতকে 'মহামনবের তীর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিশ্বকবির এই ভাবনা আজকের দিনে কতটা উপযুক্ত তার মূল্যায়ন প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস মূলত রাজনৈতিক হানহানি, কাটাকাটি ও রাজ-রাজাদের সামরিক কার্যকলাপের ইতিহাস। সেখানে সাধারন মানুষের স্থান নেই বললেই চলে। এছাড়াও বিদেশী আর্য ,শক, কুষান, হূন ,পাঠান ,মুঘলদের কাহিনী দেশের ইতিহাস হিসেবে সিংহভাগ দখল করে আছে। দেশের কথা ,দেশের মানুষের কথা ,জাতির নিজস্ব ইতিহাস যেন খণ্ডিত। পরাধীন ভারতবর্ষে কবি দেশের মানুষের কথা ভেবে ছিলেন, মানবতার বাণী তুলে ধরেছিলেন তা আজ পদে পদে বিপন্ন। ১) কবিগুরু ভারতীয়দের স্বকীয় ইতিহাস গড়ার কোন নতুন পথের দিশা দিয়েছেন কি না ? ২) কি ভাবে নতুন ভারত নির্মান করা যায় তাঁর একটা আভাস কবির রচনা থেকে পাওয়া যায় কিনা তা সেটা খুঁজে বের করা এই গবেষনা পত্রের মুখ্য বিষয়।

আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যে বঙ্গীয় নারীদের অবদান

Moumita Sarkar

Assistant Professor in Sanskrit at Gangadharpur Mahavidyamandir
E - Mail - msarkar0392@gmail.com

‘আধুনিকসংস্কৃতসাহিত্য’ কথাটি শিক্ষিত সভ্যবর্গের অনেকের কাছে অপরিচিত বলে মনে হতে পারে, তথাপি সংস্কৃতপ্রেমী মানুষদের কাছে এই শব্দটি অর্বাচীন নয়। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ যখন সংস্কৃত কে ‘মৃতভাষা’ এই তকমা দিয়েছেন, তখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সংস্কৃতসাধকেরা সংস্কৃতচর্চা তথা সংস্কৃতের নিরলস সাধনায় রত রয়েছেন। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য থেকে লৌকিক সাহিত্যের সর্বত্র পুরুষদের অবদান সিংহভাগ হলেও নারীদের অবদানও যে কিছু কম নয়, তা আমরা দেখেছি। বৈদিক যুগে ঘোষা, অপালা, গার্গী , মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারী ঋষিদের অবদান যেমন উল্লেখযোগ্য, ঠিক তেমনি আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে মহিলা কবি বা মহিলা সাধকদের অবদান কম নয়। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য তথা বিংশ শতকের সংস্কৃতসাহিত্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ন্যায় বঙ্গদেশের মহিলা কবিদের সারস্বত অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হলেন অর্চনা পুরী, ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী, রমাদেবী বা রমা চৌধুরি , গৌরী ধর্মপাল, জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায় , জয়শ্রী নাগ ,রীতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

Role & influence of Tagore's Philosophy on Present Education

Aditi De

Assistant Professor at Philosophy at Gurudas College
E - Mail - aditide28@gmail.com

Rabindranath Tagore is a great philosopher. We all know that he was the first Indian Noble Laureate in Asia. Tagore Born in a highly educated and cultural family. He did not attend the school and rather received the education at home. Tagore was not satisfied with the education system at that time. He was the patron of Santiniketan.This school combined with Upanishadic view of principles with modern teaching. He was very much influenced by Upanishad and Gita. There are four fundamental principles of Tagore's educational philosophy: Naturalism, Internationalism, Humanism and Idealism.

In this article I want to explore:

a) The educational thoughts of Tagore

b) Role and influence of Tagore's Philosophy on our present education.

দার্শনিক প্রেক্ষাপটে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ

Sumit Kumar Nath

State Aided College Teacher in Philosophy at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - sumitsrilekha@gmail.com

মানবতাবাদী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারা মূলত উপনিষদ দ্বারা প্রভাবিত । ১৯৩০ সালের মে মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তারই সম্মিলিত প্রকাশ হলো 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ধারণাগুলি । তাঁর চিন্তাধারায় ডারউইনের বিবর্তনবাদ সুস্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয় । তিনিই দেখিয়েছেন কিভাবে শারীরিক বিবর্তনকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক বিবর্তন তথা বিশ্বমানবতায় পৌঁছনো যায় ।

রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের কর্মের মধ্যেই তাঁর ধর্ম ও ঈশ্বর চেতনা নিহিত । তাঁর ঈশ্বর কোনো একক ব্যাক্তি বা সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নয়, তাঁর ঈশ্বরের স্থান মানব সংসার, তাঁর প্রকাশ মানুষের মধ্যেই । কবির ভাষায় তিনি " রূপসাগরের অরূপরতন " । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের বিহার প্রদেশে এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে বহু লোকের মৃত্যু হয়, গান্ধীজি এই ঘটনাকে ' ঈশ্বরের রোষ ' বলে অভিহিত করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এহেন অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন । বিজ্ঞানচর্চা ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকায় থাকাকালীন কিছু ব্যাক্তি তাঁর কাছে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে বক্তৃতা শুনতে আসতেন । পরবর্তীকালে এই বক্তৃতাগুলিকেই তিনি সম্মিলিতভাবে গ্রন্থের আকার দেন যা - সাধনা : জীবনের উপলব্ধি নামে পরিচিত ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদান্ত ভাবনা

Basanti Rani Bag

Assistant Professor in Philosophy at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - basantiranibag@gmail.com

রবীন্দ্রনাথের বেদান্ত ভাবনাকে বুঝতে হলে দর্শনের পরিভাষায় নয় বরং কবির পরিভাষায় বুঝতে হবে। ছোট থেকেই তাঁর মধ্যে গ্রথিত থাকা উপনিষদীয় আদর্শ গুলিকে তিনি বিমূর্ত রূপে গ্রহণ করেননি। তিনি ভক্তের ভগবানের সঙ্গে উপনিষদীয় ব্রহ্মর বিমূর্ত রূপের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তাঁর মতে সত্তা এক, তবে এই সত্ত্বাকে তিনি ব্যক্তি -ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন করেছেন। তিনি শংকরাচার্যের বিমূর্ত আধিবিদ্যক সত্তায় নয় বরং ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে গণ্য করেছেন। তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক।

বেদান্ত তত্ত্ব রূপে 'মায়া' -র ধারণা ব্যাখা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, মায়া 'সৎ' এবং 'অসৎ ' উভয়ই। এটি 'সৎ ' কেননা মায়া দ্বারা সৃষ্ট সসীমতার জ্ঞান হয়। আবার এটি 'অসৎ ' কেননা অসীমের উপলব্ধি হলে মায়া তিরোহিত হয়।

পরম লক্ষ্য মুক্তি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, মুক্তি হল এমন এক অবস্থা যাতে মানুষ তার আত্মকেন্দ্রিক জীবনের উর্ধে উঠে যায় এবং সকল কিছুর মধ্যেই এক ঐকান্তিক ঐক্য উপলব্ধি করতে পারে।

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বমানবতা ও বিশ্বজাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাঃ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

MAITRI PANDIT

Assistant Professor in Political Science at Syamsundar College, Purba Bardhaman
E - Mail - maitripandit@gmail.com

বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ একটি স্বাভাবিক বাস্তবতায় পরিনত হয়ছে। বিশেষকরে, একবছর ধরে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলা ভয়াবহ যুদ্ধ একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ববাসীর সামনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের এক করুণ বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে। এইমত পরিস্থিতিতে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদের ধারনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তায় জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতিসত্ত্বাকে অতিক্রম করেছিল এবং তাঁর চিন্তায় জাতিতে জাতিতে ভালবাসা ও বিশ্বপ্রেমের আদর্শ কে প্রতফলিত হয়েছিল। বিশ্বকবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর জাতি ও জাতীয়তাবাদের চিন্তধারায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধিতা করে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সুসম্পর্ক ও প্রেমের বানী প্রচার করেন। আর সেই কারণেই, এই নিবন্ধে যুদ্ধবিধস্ত বিশ্বে, বিশ্বকবির বিশ্বমানবতা ও বিশ্বজাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শকে পর্যালোচনা করা হবে একটি যুদ্ধমুক্ত সুন্দর বিশ্ব রাজনীতি গড়ে তোলার স্বার্থে।

ভারতাত্মার প্রতিরূপ স্বামী বিবেকানন্দ

Sampa Dey

Assistant Professor in Philosophy at Muzaffar Ahmed Mahavidyalaya
E - Mail - sampa.deys86@gmail.com

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এই মহান ব্যক্তি একদা তার নিজের সম্বন্ধেই বলেছিলেন ""আমি 'Condensed India' ভারতবর্ষের ঘনীভূত রূপ আমিই"। বিশ্ববরেণ্য ভারত রত্ন বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধা করে, বিশ্বের দরবারে সম্মানিত করে নিজেই যেন স্বয়ং ভারতাত্মা তথা ভারতবর্ষের পূর্নাঙ্গ প্রতিরূপে পরিণত হয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রমারলা(Romain Rolland) কে বলেছিলেন যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দ পড়। বিবেকানন্দকে পড়া অর্থে এটাই অনুধাবন করা বুঝি যে, তার স্বল্পকালীন জীবনের সুবিশাল কর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পড়লে বোঝা যায়, তিনি কিভাবে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রচ্ছদে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন। একদিকে যেমন ভারতবর্ষের দু:খ- দৈন্যতে তিনি কাতর, ব্যথাতুর হয়েছেন, তেমনই হয়েছেন ভারতবর্ষের গর্বে গর্বিত অপরদিকে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা, ভারতবর্ষের পবিত্রতা, শক্তি, তার স্বপ্ন, তার ভবিষ্যৎ - সর্বস্থানেই বিবেকানন্দ ছিলেন প্রতীকপুরুষ সম। একজন মা তার সন্তানের প্রতি যেরূপ কর্তব্যপরায়ণ ভারতবর্ষের প্রতি একইপ্রকার ব্যবহার তথা কর্তব্যপরায়ণতা স্বামীজির বিষয়েও পরিলক্ষিত হয়। আর এই তথ্য তার জীবনী থেকেই জানা যায়। কিভাবে তিনি ভারতাত্মা হয়ে উঠেছিলেন তার পূর্নাঙ্গ ও বিশদ ব্যাখ্যা আমার পূর্ণ প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

উপনিষদের আলোকে আত্মসংযমের উপযোগী শব্দপ্রমাণ: একটি বিশ্লেষণ

SUSMITA KHAN

RESEARCH SCHOLAR in Sanskrit at THE UNIVERSITY OF BURDWAN
E - Mail - susikhan8@gmail.com

ইহজাগতিক ভোগ্য বিষয় থেকে নিজের লালসাকে দূর করাই হল আত্মসংযম। আত্মসংযম হল সুনাগরিকের শ্রেষ্ঠ গুণাবলি । আত্মসংযমী ব্যক্তিই যে কোন রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর । ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অপরের মতামত সহ্য করার মত সংযম অবশ্যই প্রত্যেক নাগরিকের অর্জন করতে হবে । আর এই আত্মসংযমের মূলে রয়েছে ব্যাক্তির মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, যে ব্যক্তি নিজের মনকে যতবেশি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম সেই ব্যক্তি ইহজাগতিক ভোগ তথা সুখ-দুঃখ থেকে ঠিক ততটাই দূরে থেকে সমাজের কল্যাণ সাধনে তৎপর। স্বামীবিবেকানন্দও এই একই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয় ঋষিরা এই সুক্ষব্যাপারটিকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যারমধ্যে একটি শাস্ত্র হল উপনিষদ শাস্ত্র। যেখানে গুরুর নিকটে বসে কেবল শব্দপ্রমাণের দ্বারাই ব্যাক্তিকে আত্মসংযমের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অত্যাধুনিক সমাজে মানুষের মন বিভিন্ন বিষয়ে ধাবমান হয়ে বিষন্নতাগ্রস্ত-ক্লান্ত, তাই কিভাবে শুধুমাত্র উপনিষদ্ শাস্ত্র পাঠকরে ব্যক্তি তার মনকে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে সকল প্রকার বিষণ্নতাকে কাটিয়ে সুস্থসবল-সামাজিক ভাবে জীবনযাপন করতে পারবে সেবিষয়ে আলোচনা করাই হল আমার এই প্রবন্ধের মূলপ্রতিপাদ্য।

Reimagining the Tale of Chitrangada: A Study of Tagore's Chitra in light of the Mahabharata

Sudesha Das

Teaching Assistant in English at Sister Nivedita University
E - Mail - sudeshaacademia2021@gmail.com

The *Mahabharata* has been a subject of scholarly investigation in Indology through ages. Rabindranath Tagore composed a few poems based on some particular narratives of the epic. However following the trend of 'rewriting' an epic which has been quite popular in Indology from past to present times, he reimagined the tale of Chitrangada who is scarcely mentioned in the *Mahabharata*.

This paper examines Tagore's Chitra (1914) – the verse play, in light of the *Mahabharata*. It tries to establish how Tagore's narrative emerges as an independent work through his imagination by deviating from the epic narrative as well as following the epic spirit. Tagore's acquaintance with the epic prompted him to 'reimagine' the story of princess Chitrangada and Arjuna. For this, it demands a comparative study between Tagore's Chitra and the respective episode in the epic in terms of both conformity and deviation.

রবীন্দ্র মননে দুঃখ

Aloke Mondal

Assistant Professor in Philosophy at Govt. Gen. Degree College Gopiballavpur II
E - Mail - alokemondalbzn@gmail.com

জগৎ সংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনই আমরা ভেবে দেখতে যাই তখনই এ বিশ্বে দুঃখ কেন আছে? - এ দার্শনিক প্রশ্নটি আমাদের অত্যন্ত সংশয়াকূল করে তোলে | দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একবারে একসঙ্গে বাঁধা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না | কারণ অপূর্ণতাই তো দুঃখ ; সৃষ্টিই যে অপূর্ণ | প্রশ্ন ওঠে অপূর্ণতা কেন? সৃষ্টি অপূর্ণ হবে না, দেশে কালে বিভক্ত হবে না, কার্য কারণে আবদ্ধ হবে না, এমন সৃষ্টি ছাড়া আশা আমাদের মনে আসাও অস্বাভাবিক | উপনিষদ এ বলা হয়েছে, যা কিছু এই জগতে প্রকাশিত, তা তাঁরই অমৃত আনন্দ স্বরূপ| তাঁর মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই সমস্ত রূপে ব্যক্ত হয়েছে | কবি রবি ঠাকুর দুঃসহ দুঃখের ভেতরেও এক আকস্মিক আনন্দ অনুভূতি লাভ করেছেন| তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়েও মুক্তির পথ খুঁজে পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন| তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মৃত্যুর তথা দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে যেমন ক্ষতির দিক আছে তেমন আছে লাভের দিকও | পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে এক অভূতপূর্ব সামঞ্জস্যকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, যা না থাকলে এই নিখিল বিশ্বের অনন্ত অস্তিত্ব সম্ভব হত না | মানব জীবনে জগত,সংসার কোনটি অবিচল, নিশ্চল নয়, যা না পাওয়ার যন্ত্রণায় স্তব্ধ হয়ে যায় | শূন্যতার মধ্যে পূর্ণতাই চরম সত্য|

পরিবেশ ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

MOHAMMOD SK

Ex Student of History at Jadavpur University
E - Mail - layebsk2@gmail.com

পরিবেশ মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বস্তুত কোন অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে পোশাক পরিচ্ছেদ সমস্ত কিছুই গড়ে ওঠে পরিবেশকে কেন্দ্র করে । কিন্তু সেই পরিবেশই ধ্বংসের মুখে । উন্নয়নের নামে চলছে একের পর এক বনচ্ছেদন যার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে মৃত্তিকাক্ষয়, মরুবিস্তার । এই একই ভুলের জন্য বহু পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা হরপ্পা ধ্বংস হয়ে যায়। মানব জীবনে টিকে থাকতে হলে পরিবেশের গুরুত্ব কতটা সে সম্পর্কে অবগত থাকলেও সে সম্পর্কে আমরা উদাসীন ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন । আমরা ভুলে গেছি আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আছে আজকে আমরা পরিবেশের কিরূপ লালন পালন করছি ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিভিন্ন প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, গান সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে তার পরিবেশ চিন্তা ও ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন । আলোচ্য প্রবন্ধে তার পরিবেশ চিন্তা ভাবনা, সচেতনতার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় তার বিভিন্ন কার্যকলাপ গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা সাহিত্য ও তার বিভিন্ন কার্যকলাপ আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

রবীন্দ্র ছোটগল্পে নষ্টদাম্পত্য : নির্বাচিত গল্প বিশ্লেষণে

SUMAN GHOSH

PhD Scholar in RKDF University & SACT in Bengali at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - ghosh9030@gmail.com

বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে ছোটোগল্পের একচ্ছত্র অধিষ্ঠান। বাংলা ছোটোগল্প বলতে প্রথমেই মনে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। যদিও তাঁর আগেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মন্দিরা’ উপন্যাসের মধ্যে ছোটোগল্পের আঁচ পাওয়া যায়। তবে বাংলা ছোটোগল্পের যথাযথ পথ চলা শুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমের রেখা ধরেই। কাহিনির বৈচিত্র্যকে সামনে রেখে তাঁর ছোটোগল্পের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থিত হয়েছে। গল্পগুচ্ছের একাধিক গল্পের কাহিনির মধ্যে বাঙালি জমিদার ও মধ্যবিত্তের ঘরের তথা পরিবারের ছবি ফুটে উঠেছে। ‘পোস্টমাস্টার' গল্পের পোস্টমাস্টারের মতো শহুরে বাবুর গ্রাম চেনার ছবির পাশাপাশি 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের ‘তফাৎ যাও'-এর মতো রোমাঞ্চকর কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে ‘স্ত্রীর পত্র', ‘সমাপ্তি’, ‘দেনাপাওনা', ‘মধ্যবর্তিনী', 'মণিহারা' ‘নিশীথে' ‘হৈমন্তী' ‘পয়লা নম্বর' ইত্যাদি গল্পের মধ্যে পাওয়া দাম্পত্য জীবনের কথাও রবীন্দ্র ছোটগল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটোগল্পের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া যায় দাম্পত্য জীবনের একাধিক ছবি। কোথাও দেখি কুলীন সমাজে পণ প্রথার মতো কুপ্রথার কারণে দুটো পরিবারের অশান্তি নববিবাহিত দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্কে ফাটল ধরিয়েছে, কখনও আবার পুরুষতান্ত্রিক পরিবারের আচার-অনাচার সম্বলিত কারণেও দাম্পত্য সংকট দেখা গেছে। আবার দেখা যায়— কখনও ত্রিভুজ প্রেমের কারণেও দাম্পত্য সমস্যা প্রকটিত হতে দেখি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্বাচিত কয়েকটি ছোটোগল্প অর্থাৎ— ‘দেনাপাওনা', ‘স্ত্রীরপত্র’, ‘হৈমন্তী', ‘মধ্যবর্তিনী' ‘নষ্টনীড়' ইত্যাদি গল্পের মধ্যে পাওয়া দাম্পত্য সমস্যার বিষয় বিশ্লেষণে আমার এই নিবন্ধের অবতারণা।

রক্তকরবী : আধুনিক সময়ের জলছবি

Sanup Khan

Ph. D Scholar in Bengali at The University of Burdwan
E - Mail - sanupkhan123@gmail.com

সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম, কি ইংরেজি, কি ফরাসি, কি গ্রীস, কি রাশিয়ান। লেখকের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার জীবনদর্শন যখন শাশ্বতরূপে প্রতিফলিত হয়, তখন সাহিত্যের মানদণ্ডের যথার্থতা নিরুপন সম্ভব হয়। ১৩৩০ এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলং বাসকালীন সময়ে রচিত ও ১৯২৬ এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির বিচিত্র মানসিকতার প্রতিচ্ছবি তৎকালীন সময়ের সঙ্গে দুর ভবিষ্যত তথা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে প্রাসঙ্গিকতার ইঙ্গিত বহন করে চলেছে, এ কথা বলতেই হয়। সংখ্যা দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব বিচার, কাঠখোট্টা রাজা চরিত্রর মধ্যে 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্তের' মতো মানবতার উজ্জীবনের ছবি, রঞ্জনের মতো উদ্দাম গতিময় প্রেমরসের বাহক, নন্দিনী, কিশোর, বিশু প্রমুখ বিচিত্র সকল চরিত্রগুলিকে আধুনিক সময়ের আঙ্গিকে প্রতিস্থাপন আলোচ্য নিবন্ধের বিষয়। নাটকের ঘটনা প্রবাহ, চরিত্র বিশ্লেষণ, ও গানের প্রয়োগ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যেরূপ প্রাসঙ্গিকতা বহন করে চলেছে তা আমার আলোচনায় উপস্থাপন করা হবে।

রবীন্দ্র দর্শনে অদ্বৈতবাদ

Kalyan Mondal

Assistant Professor in Philosophy at Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya
E - Mail - kalyanmondal939@gmail.com

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "আমি ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছি যে আমার ধর্ম হল কবির ধর্ম। ধর্ম সম্বন্ধে আমি যা কিছু অনুভব করি সেগুলি আমার জ্ঞান থেকে আগত নয়, দৃষ্টিশক্তি জাত। আমি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করি যে আমি সন্তোষজনকভাবে মরণোত্তর ঘটনা বা পাপ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। তাসত্ত্বেও, আমি নিশ্চিত যে আমার স্বীয় অভিজ্ঞতায় এমন সময় এসেছে যখন আমার আত্মা অসীমের সংস্পর্শ লাভ করেছে এবং আনন্দ উদ্ভাসনের মধ্য দিয়ে অসীম সম্বন্ধে অনন্ত সচেতন হয়েছে।" কবিগুরুর এইরূপ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দার্শনিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক সমস্যা সৃষ্টি করে। যেহেতু তাঁর ঐরূপ ভাবনার যৌক্তিক বিশ্লেষণে সর্বদা অভ্রান্ত নাও হতে পারে। যদিও তাঁর কবি মানসিকতায় যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বা অনুভূতিতে বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে প্রকাশিত করেছেন তা অনেক দার্শনিক মতাদর্শের সঙ্গে বা সমসাময়িক দর্শনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিশেষত উপনিষদীয় চিন্তাভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। বেদের শেষ ভাগ অর্থাৎ উপনিষদীয় তত্ত্বের সাথে রবীন্দ্রনাথের সত্তা বা ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদীয় তত্ত্বে যেমন অদ্বৈততত্ত্ব বা একত্ববাদের উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাতেও আমরা অদ্বৈতবাদের কথা লক্ষ্য করা যায়। অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য যেমন সত্তাকে এক এবং অদ্বিতীয় বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তেমনি সত্তা বলতে এক, বিশ্ব মানব, পরম পুরুষ, পরমাত্মা বা অসীম পুরুষকে বুঝিয়েছেন। যদিও শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ ও রবীন্দ্রনাথের সত্তার ব্যাখ্যার মধ্যে ভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায়। কবিগুরু সত্তাকে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'ঈশ্বর' বলে গণ্য করেছেন এবং তাকে বিমূর্ত হিসেবে উল্লেখ না করে মুর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন যে এই বিশ্বের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক রূপে অবশ্যই একজন পরম সত্তা বা পরম পুরুষ আছেন এবং যাকে তিনি অসীম স্বরূপ ব্যক্তি সত্তা রূপে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর কোনো আধিবিদ্যক বিমূর্ত সত্তা নয়, ঈশ্বর হলেন মানব জীবনের চাওয়া-পাওয়ার, সীমা-অসীমার, চেতন-অচেতনের মুর্ত আদর্শ সত্তা। রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষ যেহেতু অনির্বচনীয়, বিমুর্ত, অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মের প্রতি নিজস্ব আগ্রহ দেখাতে অনিচ্ছুক, তাই ঈশ্বরকে মানুষের সীমার মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরকে 'অন্তরের মানুষ' বা 'জীবনদেবতা' হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্র উপন্যাসে মৃত্যুভাবনা

SUBHASIS DAS

PhD Scholar in Bengali at Calcutta University
E - Mail - subhopali83@gmail.com

জন্মলগ্ন থেকে এই শব্দ বারবার কানে অনুরণিত হয়েছে ‘জন্মিলে মরিতে হবে’। তাহলে প্রশ্ন! আমারও কি সেই সময় আসবে? যা আমাকে নিয়ে যাবে অসীম অনন্তলোকে, অজানা জগতে। জানি ক্রমবর্ধমান জীবন, কাল সিন্ধু পানে চললে ফেরান সম্ভব নয়। মৃত্যু এক কঠিন অনুভূতি, এক চিরকালীন রহস্য, যার সত্য উদঘাটন কোনোকালেই সম্ভবপর নয়। তবু মানুষ প্রতিনিয়তই বিস্ময়কর উৎসাহে এগিয়ে যায় সমাধানের লক্ষ্যে। এই মৃত্যু কোনো কোনো ঔপন্যাসিকদের কলমের স্বক্ষেত্র হয়ে ওঠেছে। লেখকের ব্যাক্তিগত জীবন ধরা পড়ে- পরিবারে, সমাজে, পরিচিতর মধ্যে, প্রিয়জনদের মধ্যে। তারাই ঘুরে ফিরে আসে সাহিত্যের চরিত্র হয়ে। ঔপন্যাসিক চরিত্রের উত্থান-পতনের জন্য, কখনো কখনো উপযুক্ত শাস্তি দেন। সমাজবদ্ধ জীব ভুল থেকেই শিক্ষা নেয় প্রতিনিয়ত। কিন্তু তার আগমনে দ্বিতীয়বার সুযোগ মেলেনা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার। হয়তো ঔপন্যাসিক চান না। সামাজিক গণ্ডিকে অতিক্রম করলেই অমোঘ নিয়মে তার আগমন। বিশ শতকের দিকে ঔপন্যাসিকের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন হয়েছে। তাঁরা চরিত্রকে শোধনের সুযোগ দিয়েছেন। কোথাও কোথাও অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু আনতে হয়েছে তাঁকে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে মৃত্যুর আগমন কি সত্যি নিয়তি নির্ভর, নাকি ঔপন্যাসিকের কৌশল তা আলোচনা করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলেও, একটা মৃত্যু কিভাবে ঔপন্যাসিকদের চিন্তা-চেতনায় বদল আনছে, আনছে তাঁদের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর সমাজ জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, তা ফুটিয়ে তোলাই এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি : বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ

Shormistha Dhara

PhD Research Scholar in Bengali at University of Calcutta
E - Mail - ss.shormisthadhara@gmail.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবরই প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জয়গান করেছেন। তাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস সূচিত হয় যে ধর্মের আলোকে সেই বৌদ্ধধর্ম এবং মহামানব গৌতম বুদ্ধ দ্বারা তিনি যেমন প্রভাবিত ছিলেন, তেমনি তাঁকে বা তাঁর 'ধম্ম'কে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর সাহিত্য সুধাভান্ডকে পুষ্ট করেছেন। পরাধীন ভারতবাসীর সামনে অতীত সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ যেন এক আশার বাণী ধ্বনিত করেছিল। রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবনে সেই বৌদ্ধ অনুষঙ্গটিকে ঘিরে যে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা বাংলা সাহিত্য তথা তদানীন্তন সমাজ মানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আচার সর্বস্বতা ও পৌত্তলিকতা বিষয়দুটিকে কেন্দ্র করে সনাতন ধর্মের মূল্যবোধ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়েছিল। সেই সময় জাতির দুর্দিনে এই ধর্ম বিভ্রমের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন কিছু মহাত্মা, প্রাজ্ঞ, মননশীল ব্যক্তিত্ব। এদের উত্তরসূরি রাবীন্দ্রিক চিন্তা-মননে ও আচার নয় বিচার সর্বস্বতার প্রাধান্যই সারা জীবনব্যাপী বপন করে চলেছিল। অতীত সংস্কৃতির এই পুনর্জাগরণ তাই বাংলার সাহিত্য ও সমাজে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' : জাতীয়তাবাদ থেকে মানবতাবাদে উত্তরণের ইতিহাস

Dr Lipika Ghoshal

Assistant Professor in Bengali at Purbasthali College
E - Mail - dr.lipikanandy@gmail.com

'গোরা'র রচনার প্রেক্ষাপট ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে শুরু হয়ে গেছে। জাতি সমাজ দেশ প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে তিনি এই সময়ে ভাবিত। দেশ নামক বৃহৎ পটভূমিকায় একজন একক ব্যক্তি-মানুষের ভূমিকা কোথায় এবং কোথায় সে বিচ্ছিন্ন আবার কোথায় সে সম্পৃক্ত এ বিষয়টি নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। পরাধীনতা অপেক্ষা দেশের মানুষের মধ্যে নানা প্রকার বিভেদ তাঁকে ভাবিয়েছে। যে সমাজে সামাজিক বিভাজন এত তীব্র সেখানে দেশের রূপ ভালো হতে পারে না। এই ভাবনারই নানাপ্রকার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর এই পর্বে লিখিত 'আত্মশক্তি'র বিভিন্ন প্রবন্ধে, 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে এবং 'গোরা' উপন্যাসে।

'গোরা' উপন্যাসের গোরা প্রথমে হিন্দুত্বের যাবতীয় সংস্কারকে ধারণ করে সমগ্র ভারতবর্ষকে অনুসন্ধান করতে চেয়েছে। কিন্তু সেখানেই নিজের বিশ্বাস ও বাস্তবের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। গোরা উপলব্ধি করে আমাদের সমাজের বিভেদকে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদে সমগ্র গ্রামকে নেতৃত্ব দেয় একজন মুসলমান। তাঁর একমাত্র অসহায় ছেলেকে আশ্রয় দেয় এক হিন্দু নাপিত। ব্রাহ্মণত্বের অহংকারে এই নাপিতের বাড়িতে জল খেলে জাত যাবে। সমাজের বাস্তবতার কারণে যখন হিন্দুত্বের আবরণটা গোরার মধ্যে দুর্বল হতে শুরু করে তখনই সে জানতে পারে যে, সে একজন আইরিশ।

তখন হিন্দুত্বের বন্ধন মুক্তির আনন্দে সে মানুষের ভারতবর্ষকে নতুন রূপে কাছে টানে।

রবীন্দ্র নাটকে স্বদেশ ভাবনা

Dr Dayal Chand Sardar

Assistant Professor in Bengali & TIC at Sibani Mandal Mahavidyalaya
E - Mail - dayalchandsardar@gmail.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্য সম্ভারের বিভিন্ন ধারার মধ্যে স্বদেশ চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের দেশ ভারতবর্ষে বিবিধের মাঝে মিলন অনুসন্ধান করেছেন। হিন্দু মেলা সংগঠনে অংশগ্রহণ করার পর থেকে মূলত দেশাত্ম ভাবনা তাঁর মধ্যে জাগরিত হয়। কবিতা ,ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের পাশাপাশি তিনি নাটকেও স্বদেশ ভাবনার প্রতিফলন ঘটান। তাঁর রচিত বাংলা নাটকগুলির মধ্যে কীভাবে স্বদেশ ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে সেই বিষয়ে আলোচনা মূলত আমার প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়।

মৌর্যযুগের শিল্পকলা

Suman Bag

History Researcher & Ex Student at Burdwan University
E - Mail - sumanbag@gmail.com

প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার পর থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত কার্যত ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের সামান্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। মৌর্য যুগ থেকে ভারতীয় শিল্প স্থাপত্যে প্রভুত অগ্রগতির সাক্ষ্য হিসাবে বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। তাই অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন--"স্থাপত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে মৌর্যযুগ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে "।মৌর্য যুগের শিল্পধারা কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন- রাজপ্রাসাদ,স্তুপ স্থাপত্য,গুহা শিল্প,ভাস্কর্য, প্রতীক ও অন্যান্য শিল্প।হ্যাভেলের মতে,মৌর্য শিল্পের দুটি স্বতন্ত্র পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায় হলো পরিকল্পনা এবং দ্বিতীয় পর্যায় হলো প্রকাশের পদ্ধতিগত উৎকর্ষ। মৌর্য শিল্পের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে পন্ডিতগন বলেন,উচ্চ শ্রেণির স্বচ্ছল ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ছাপ ছিলো মৌর্যশিল্পে।সেখানে সমাজের নিম্ন শ্রেনির জীবনযাত্রার কোন ছাপ ছিলো না।মৌর্য শিল্পে বিদেশি প্রভাবের বিষয় টি ও স্মরণযোগ্য।তবে সে নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে মতানৈক্যের অন্ত নেই। পরিশেষে মৌর্য শিল্প কতটা স্বতন্ত্র, কতটা সাবলিল বা এই শিল্প কি আদেও সমাজের গভীরে ছাপ ফেলতে পেরেছিল ! -এই কৌতুহলের বিস্তারিত পর্যালোচনা থাকবে এই প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে ভারতবোধ

Dr Srabani Sen

Associate Professor of Music at Tarakeswar Degree College
E - Mail - srabanisn1@gmail.com

রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশ ও কালের পটভূমি, রয়েছে অতীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, রয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্য। পারিবারিক পরিবেশে ভারতপ্রীতি ছিল তাঁর জন্মগত সংস্কার। এছাড়াও ভারত পথিক রামমোহন রায়ের ভারত চেতনা, ভারতীয় সকল সংস্কৃতির মিলন চিন্তা,ভারত ঐক্যের মধ্যে থেকেই মানব জাতির ঐক্যের আদর্শ লাভ করেছিলেন। রামমোহনের সেই উদার ও মৈত্রী বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন ভাবের দিক থেকে ভারতের সত্য হচ্ছে বিশ্ব মৈত্রী। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ - সামগ্রিক কল্যাণ বোধের আদর্শই ছিল তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধ তাঁর জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধে এককে প্রত্যক্ষ করার সাধনা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা। তাঁর সঙ্গীত ও কবিতায় এবং অনান্য সাহিত্যকর্মে এই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের মনোলোকে স্বদেশবোধের উদ্বোধনে হিন্দুমেলার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুমেলা এবং সঞ্জীবনী সভার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের ভারতচিন্তায় জাগ্রত ছিল।রবীন্দ্র কবিতায় ভারতবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা গভীর, ব্যাপক এবং বিশ্বমৈত্রীর নামান্তর। স্বদেশের একাধিক গানে এবং কবিতায় কবির প্রাণের বেদনা একই সুরে তালে ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সঙ্গীতগুলোতে দেশমাতৃকা অত্যন্ত নিরাকার হলেও এরই মধ্যে রয়েছে বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।

কল্পনা পিয়াসী মন না যুক্তিবাদী অনুসন্ধান : প্রসঙ্গত রবীন্দ্র সৃষ্টিপর্ব

Dr Gurupada Adhikari

Assistant Professor in Bengali at Michael Madhusudan Memorial College
E - Mail - gurupada.adhikari2011@gmail.com

যে-কোনো সাহিত্যিকের সৃষ্টির আড়ালে থাকে তাঁর অসীম কল্পনা। যা তাঁর সৃষ্টিকে আকার দেয়, ভাষার মাধ্যমে নির্মাণ করে এক বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রধনু। সৃষ্টি তখন প্রাণময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক সত্তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল একজন বৈজ্ঞানিক সত্তা। যে সত্তা বিশুদ্ধ সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে সমাজকে, নরনারীর অন্তর্লোককে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে অনুসন্ধান করেছে মহাকাশকে, বস্তু ও কণার গঠন নিয়ে ভাবতে গিয়ে মাত্রা দিয়েছে পরমাণুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকারকে। ভাষার প্রয়োগ নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ উস্কে দিয়েছে ভাষাবিজ্ঞানীর গভীর পর্যালোচনার জগতকে।

রবীন্দ্রকল্পনার চিত্রবিচিত্র জগৎ বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে অন্য এক সত্যমূর্তি ধারণ করেছে। 'জীবনস্মৃতি'-র পাতায় তিনি জানিয়েছেন তাঁর এই কৌতূহল কতখানি তাঁর জীবনকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করেছিল। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর অন্তরের মধ্যে অন্য এক বিস্ময়চেতনার উদ্রেক ঘটিয়েছিল। আর এই কারণে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির মধ্যে আমরা কেবল গীতিকবির রোমান্টিক কল্পনা নয়, বরং প্রাবন্ধিকের মতো মনস্বী ও স্থিতধি ভাবনা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি উঠে আসতে দেখি। সাহিত্য-সমাজ- শিক্ষা- ধর্ম- রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ভাবনার মধ্যে এক গভীর শৃঙ্খলা ও সংগতিবোধ ধরা পড়ে। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রসৃষ্টির এই ভিন্ন দিকটিই মাত্রা পাবে।

Rabindranath Tagore’s Thought about India

DR PRITAM DAS

Assistant Professor in Education & IQAC Coordinator at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - prtmds14@gmail.com

India occupies a large part in Rabindranath's literary thought, work and philosophy. Just as the ancient Vedic sages played an integral role in the formation of Indian consciousness -- what we understand as pure Indian consciousness, in modern times Rabindranath strived throughout his life to create an organized form of that consciousness.

Rabindranath attempted to reorganize the whole of India through the great wisdom and imagination that the poets of the Mahabharata and the Ramayana had sought in a single effort. Even later, many statesmen, including Jawaharlal Nehru, were trying to advance the work of exploring India by giving importance to this India-thought of Rabindranath in political and geographical fields. Therefore, it should not be thought that Rabindranath was only concerned with the form, essence and philosophical wisdom of ancient India. Rabindranath thought of the India of the past in his attempt to build a modern India. As a result, contemporary politics, economy, geography and a healthy vision of a prosperous India were found in his Indian thought.

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' নামক খণ্ডকাব্যে বাণিজ্যপথের অনুসন্ধান

KANIKA MONDAL

Student in Sanskrit at JADAVPUR UNIVERSITY
E - Mail - kanikamondal02@gmail.com

ধ্রুপদী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যে বীণাযন্ত্রে স্বর্গীয়তম ঝঙ্কার প্রাচীন ভারতে অনুরণিত হয়েছিল সেই স্বর্ণবাণীটির অন্যতম নাম কালিদাস।কাব্যজগতে নগাধিরাজ হিমালয়।উপমা প্রয়োগে কালিদাসের সমকক্ষ কোনো কবি নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। একদিকে মানুষের পুঁথিশালা, অন্যদিকে প্রকৃতির চিত্রশালা দুইয়ের ওপরই তার সমান দখল ছিল। তাইতো তিনি 'কবিকূলগুরু'। আমরা সবাই জানি যে এই বিশ্ববন্দিত কবি-নাট্যকার কালিদাসের রচনাবলীর মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত গ্রন্থের সংখ্যা সাত।এর মধ্যে কালিদাসের কবি- প্রতিভার চূড়ান্ত নিদর্শন 'মেঘদূত' নামক খণ্ডকাব্য। আর এখানে আমার গবেষণামূলক প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় 'মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত ' নামক খণ্ডকাব্যে বাণিজ্যপথের অনুসন্ধান'। কেননা আমরা জানি যে, মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত'এক অনন্য-অনবদ্য কালজয়ী সৃষ্টি। আমরা এই খণ্ডকাব্যে দেখতে পাই যে,কর্তব্যে অবহেলার জন্য এক প্রেমিক যক্ষ অভিশপ্ত হয়ে একবছরের জন্য পত্নী বিরহিত জীবন যাপন করতে রামগিরি আশ্রমে নির্বাসিত হয়। সেখানে দীর্ঘ ৮ মাস কাটানোর পর বিরহ যাতনায় শীর্ণ যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে শৈলনিতম্বের আলিঙ্গনাবদ্ধ গজের ন্যায় মেঘের মাধ্যমে তার প্রিয়ার কাছে বার্তা পাঠানোর জন্য মনস্থির করেন। এখানে আমাদের মনে প্রশ্নের উদ্ভব হয় যে ,এই মেঘদল কীভাবে বার্তা পৌঁছে দেবে তার প্রিয়ার কাছে? কীভাবে সংবেদন দ্যোতনা তৈরি হবে এই জড় সমষ্টিতে?কী রুপেই বা মেঘখণ্ড হয়ে উঠবে বার্তাবাহক মেঘদূত?এর উত্তরে অবশ্যই বলতে হয় -'এখানেই তো মহাকবি কালিদাসের সার্থকতা'। এই কারণেই একখণ্ড মেঘ কবির কল্পনায় হয়ে উঠেছে বিরহীর বার্তাবাহক প্রাণবন্ত জীবন্ত দূত। আর কবি কালিদাস যক্ষের মাধ্যমে যে মেঘের যাত্রাপথের বর্ণনা করিয়েছেন।সেটা কবির নিছক কল্পনা নয় সেটা যে কতোটা বাস্তবসম্মত তা ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলে দেখলে তার প্রমাণ মিলবে। তাই বলা যায় যে,কবি কালিদাস ভারতবর্ষের ভূগোল উত্তমরুপে জানতেন। আমি এই প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে যেটি সহৃদয় পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করবো তা হল বাস্তবে আমরা দেখতে পাই বণিকরা বাণিজ্য করতে যায়। তখন তাদের বাণিজ্য পথ সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা থাকতে হয়। এখানে এই কাব্যের মধ্যে তখনকার দিনে কালিদাস সেই রকম একটি বাণিজ্য পথের উপস্থাপন করেছেন।সেটি মানুষের অগোচরে থেকে গেছে। সেটি আমি সহৃদয় পাঠকদের অবগত করতে চাই। এবং আমি দেখাতে চাই কবিদের কাব্যরচনা সবটাই নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। সেখানে বাস্তবিক দিক ও উন্মোচিত হয়েছে। সেটি কবির বর্ণিত যাত্রাপথের সঙ্গে ভারতের মানচিত্র সহিত উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো।

সাহিত্যের রূপরেখায় রবীন্দ্রদর্শন

Nabagopal Samanta

State Aided College Teacher in Bengali at Yogoda Satsanga Palpara Mahavidyalaya
E - Mail - nabagopalsamanta@gmail.com

রবীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী আত্মমগ্ন ছিলেন প্রকৃতিপ্রেম ও স্রষ্টাপ্রেমে। ব্যক্তিগত জীবনে ভাববাদ দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। ফলস্বরূপ, ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদ এই দুই ধারণার সমন্বয়ে তার শিক্ষাদর্শন ও সাহিত্যদর্শন গড়ে ওঠে। 'সাহিত্যের রূপরেখায় রবীন্দ্রদর্শন' সম্পর্কিত নামকরণ আলোচনায় স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার সাহিত্য বলতে রবীন্দ্র সাহিত্য। 'রবীন্দ্রদর্শন' সম্পর্কিত আলোচনায় দুটি বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে- (এক) ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ কোন দর্শন পথের অনুসারী এবং (দুই) রবীন্দ্র সাহিত্যে দর্শনের কোন কোন দিক গুলি প্রভাব রেখেছে। গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার মত করে রবীন্দ্র দৃষ্টিতে তাঁর সাহিত্য এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির এক অনন্য রূপ কিভাবে ধরা দিয়েছে তাই আলোচিত। ভাববাদী ধারনায় নৈতিক, বৌদ্ধিক ও নান্দনিক এই তিন ধরনের ক্রিয়া মানুষের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই তিন ধরনের চাহিদা পুরণ করে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ আশৈশব উপনিষদীয় আধ্যাত্ম চেতনার দর্শন লাভ করায় ভাববাদের ক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ও চেতনায় স্থান পায়। ফলস্বরূপ তাঁর সাহিত্য ও জীবনদর্শনে উপনিষদের ধারা, বৈষ্ণব ভাবের ধারা,বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য ভোগের ধারা এবং আধুনিক যুক্তিবাদের ধারা প্রকাশ পায়। সেকারনেই পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্য আশ্রম ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে গিয়ে তিনি একজন শিক্ষা দার্শনিক হয়ে শিক্ষার্থীর উন্নতি কল্পে সাক্ষর রেখে বলেছেন আত্ম উপলব্ধি, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, শারীরিক বিকাশ, মানবতার প্রতি ভালবাসা, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, স্বাধীনতা, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করতে হবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাহিত্যদর্শন সুতো আর ফুলের সম্পর্কে আত্মীয়তা হয়ে রয়েছে চিরকাল।

রবীন্দ্র চিন্তনে বৌদ্ধযুগের ইতিহাস

KISHORI MONDAL

Student in Bengali at UNIVERSITY OF CALCUTTA

E - Mail - kishorimondal30@gmail.com

সময় অপ্রতিরোধ্য। সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না, সে তার নিজের নিয়মেই চলতে ভালোবাসে। তাই ইতিহাসের কালের নিয়মে যুগের নিয়মে যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে আমরা এখন আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছি। কিন্তু ফেলে আসা যুগের ইতিহাসের ছাপ আমাদের মননে, চিন্তনে স্মৃতিতে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে আছে। যুগের পর যুগের ইতিহাসকে জীবিত রাখতে পারে একমাত্র সাহিত্যই। সাহিত্য রচনা করে থাকেন সাহিত্যিকরা। বাংলা সাহিত্যের যুগ বলতে গেলে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। তবে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগের প্রসঙ্গ আছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে বহু ঋষি মনীষী, দার্শনিক, পন্ডিত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এই সমস্ত মনীষীদের কর্মকাণ্ড, দর্শন, ধর্ম, রীতিনীতি, আদর্শ ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য মানব ইতিহাস অমর হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ ও সৃষ্টি এতটাই মহৎ হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে তাদের নামেই একটা যুগের নামকরণও হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে যুগের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই পরবর্তীকালে বিদগ্ধ মানুষেরা সেই পুরানো বা ফেলে আসা যুগের কাছে তাই ফিরে যেতে বাধ্য হন ফেলে আসা যুগের মীরীদের কর্মযজ্ঞে দর্শনে বা তাদের নৈতিক আদর্শের কাছে মুগ্ধ হয়ে অনুপ্রাণিত হতে বাধ্য হন এবং পুরানো ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার সূত্রে জীবিত রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তেমনি আধুনিক যুগের অনেক কিংবদন্তি সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার মধ্যে ফেলে আসা যুগের কাছে ফিরে গেছেন। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসের কাহিনী স্থান পেয়েছে আধুনিক যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিদের রচনার। এখানে বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম, যেমন - কবি নবীনচন্দ্র সেন, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়। আবার নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলা রায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় বৌদ্ধযুগের কাহিনী বা চরিত্রকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। তাঁদের অনেকের রচনায় বুদ্ধদের, অশোক বিজয়সিংহ প্রভৃতি চরিত্র উঠে এসেছে। তবে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্বনন্দিত মহামান্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করে বৌদ্ধ দর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করেছেন তা অন্যদের তুলনায় তিনি অনেক যোজন এগিয়ে। মানুষের কাছে ঠাকুর পরিবারের যুদ্ধ ও বৌদ্ধ চর্চার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ইতিহাস বহনকারী হিসেবে পরিচিত, কেননা বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস, বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্য ও মনশীলতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোষ্ঠা ভাতা হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনায় উৎসাহিত করেছিল। এছাড়াও তাঁহার অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ যুগের পটভূমি সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন ঠাকুর পরিবারে আসতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচিত 'The Sanskrit Buddhists Literature of Nepal' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে খুবই মূল্যবান ও অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। কৃষ্ণ বিহারী সেনের 'অশোকচরিত' গ্রন্থটিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আকর্ষিত করেছিল। তাই বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পরিবারে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই পরিবারের মধ্যেই অচিরেই বৌদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ বহমান ছিল। তাই আমাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় 'রবীন্দ্র চিরনে বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস।' বৌদ্ধ যুগের কথা বলতে হলে মহামানব গৌতম বুদ্ধের প্রথম অভারেই পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে বৌদ্ধ সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রসঙ্গের আলোচনা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, নাট্যে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে অর্থাৎ রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস সম্পর্কিত নানা কাহিনী তার সাহিত্যে নানা ভাবে নানা রঙে চিচিত্র হবে আছে। তাঁর বিভিন্ন রচনায় বৌদ্ধযুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব গৌতম বুদ্ধের কথা প্রভার বা পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে। রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করলে বোঝা যাবে বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি ও বুদ্ধদেবের সাম্য মৈত্রীর বাণী, করুণার বাণী মানবতার বাণী দয়া আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের প্রতি রবীন্দ্রনাথ মোহমুগ্ধ ছিলেন। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বৌদ্ধ যুগের নানা কাহিনী কেন্দ্র করে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। বৌদ্ধযুগকে রবীন্দ্রনাথ সূবর্ণযুগ রূপে গ্রহণ করেছিলেন, আবার অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার দীনেশচন্দ্র সেন আদি যুগকে বৌদ্ধ যুগ বলে অভিহিত করেছেন। সেই সূত্র ধরে আমার এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে রবীন্দ্র চিনে বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস কতটা ধরা পড়েছে তা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। আমি যে বিষয়গুলো তুলে ধরব, তা হলো-

(১) রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ যুগের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার কারণ।

২) রবীন্দ্র চিয়ান বৌদ্ধ যুগের ঐতিহাসিক কাহিনীর অনুসন্ধান।

৩)রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে বৌদ্ধ যুগের কাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও পরিমার্জন।

৪)রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ যুগের বিভিন্ন চরিত্রের প্রয়োগ।

৫)গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তাধারা ও পদক্ষেপ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও রবীন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব।

Ramesh Halder

Student of Bengali in University of Calcutta
E - Mail - abc.ramesh555@gmail.com

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার সঙ্গে আমরা রাজনীতির সংযোগ কল্পনা করতে পারি না,কিন্তু বাস্তবটা মোটেও এরকম নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন তাই নয়; ছিলেন এক নতুন ধরনের রাজনীতির ভারতীয় প্রবক্তা। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মনোভাব কিভাবে আত্ম স্বতন্ত্র সূত্রে পাল্টেছে, সেটা আমাদের দেখে নেয়া দরকার-

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তিনি যোগ দেন এবং ১৯০৭ এর দিকে এই আন্দোলন ছেড়ে তিনি বেরিয়েও আসেন, তার বেরিয়ে আসার কারণ দুই বাংলাকে এক করতে চাননি তা নয়; বরং যে পদ্ধতিতে আন্দোলন এগিয়ে চলছিল তাকে তিনি সমর্থন করেননি। এটাকে তৎকালীন সময়ে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ বলা হলেও এটা আসলে ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ। আর এটার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি 'ঘরে-বাইরে' সন্দ্বীপকে দেখিয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি জাপানে যায় এবং সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা ও দেয়, কিন্তু তা জাপানিরা পছন্দ করেননি; কারণ তার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদ বিরোধী।

গোরা একজন আইরিস পিতা-মাতার সন্তান, কিন্তু তিনি হিন্দু পরিবারে মানুষ হয়েছে, পরবর্তীকালে আমরা যেটাকে উগ্র জাতীয়তাবাদ বলি গোরা হয়েছে তার প্রতিনিধি। এ থেকে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভারতের মুক্তির পথ হিসাবে বাইরের সঙ্গে ভিতরের একটা মিলনের সূত্র তিনি চিন্তা করেছেন।

আবার রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় দেখা যায় জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটনাতে তার খেতাব বর্জন করেন, কিন্তু তা শর্তেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাকে অভিবাদন জানায়নি; কমরেড মোজাফফর আহমেদের লেখা পড়লে তা জানা যায়।

'বন্দে মাতারাম' গানটি ভারতের জাতীয় সংগীত করা যায় কিনা রবীন্দ্রনাথের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতারা ১৯৩৮ সালে' সেই সময় রবীন্দ্রনাথ সরাসরি না বলে দিয়েছে। পরবর্তীকালে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের গান জাতীয় সংগীত হিসেবে বিবেচিত হয়। এটাও এক ধরনের ইতিহাসের পরিহাস বলা যেতে পারে।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা নানা ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে দিয়ে এগোলেও তার এই তীব্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা মোটেই পাল্টায়নি। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব অতি বিতর্কিত এই কারণেই যে, সাম্রাজ্যবাদকে তিনি গুলিয়ে ফেলেছেন জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একই পংক্তিতে।

Transcending Beyond Self : In Light of Gitanjali

Dabosree Sarkar

Assistant Teacher in English at Battala Adarsha High Madrasah
E - Mail - dsarkar.malda@gmail.com

This paper is an endeavour to dive deep into Tagore's philosophical contemplation of the Divine through meditating on the verses of Gitanjali. In an era when the unremitting life is asking more above this parochial understanding of the mundane world appears to be elusive at the end despite all it's promises. The pertinent question therefore is to where and to whom to look up to ? Now encountering such question is in itself implying an urge to embark(on a journey) beyond self. The Sage Poet philosopher Rabindra Nath Tagore made this journey possible towards the Divine by his opus 'Song Offerings' - Gitanjali. The native poetry of his soul disseminated across the globe and bestowed peace in the realm of humanity. Gitanjali as an embodiment of devotion and love carries the merit of illuminating our way towards the higher consciousness. The present study is significant in the sense that by musing on Tagore's mysticism we will try to connect with ancient philosophy of Upanishad in order to insert the wisdom as a redemptive guidance for our life.

নির্বাচিত রবীন্দ্র ছোট গল্পে নারী ভাবনা

Chaitali Ghatak Roy

Assistant Professor in Bengali at Dwijendralal college
E - Mail - chaitalighatakroy@gmail.com

রবীন্দ্র নাথের কলমে বাংলা ছোট গল্প এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। তিনি নারী মননে নতুন এক মাত্রা সংযোজন করেন। সীমার মাঝে অসীম প্রেম ভাবনায় প্রকাশ পেয়েছে নারী র চিন্তা চেতনায়। নারী আপন ভাগ্য জয় করবার সুযোগ পেয়েছে, তার সাহসিকতায়, কর্মে। তার স্ত্রীর পত্র বা ল্যাবরেটরি কিংবা রবিবার গল্পে নারীরা কেউই শুধু প্রেমিকা বা প্রেয়সী নয় তারা স্বামীর সহকর্মী, সহমর্মী। তাদের প্রেম শুধু আপাত সুখ অন্বেষণ করে না তাদের স্বপ্ন কে বাস্তবায়িত করতে পারে। তারা আধুনিক যুগ কে আবাহন করে। প্রাচীনযুগের ধরা বাধা গণ্ডি পেরিয়ে সুদূরে পথ চলে।

দুঃখ ও মুক্তি বিষয়ে বুদ্ধ এবং রবীন্দ্র মতবাদের একটি তুলনামূলক আলোচনা

Subodh Ghosh

Student in Sanskrit at Government General Degree College, Kalna 1
E - Mail - subodhghosh2235@gmail.com

প্রায় সব ভারতীয় দর্শনে দুঃখ এবং দুঃখ থেকে মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন ও এর বাইরে নয়।বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ , দুঃখ - এর কারণ, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

গৌতম বুদ্ধ এই জগতে মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, ক্লেশ দেখেছিলেন এবং এই দুঃখ ,দুর্দশা তাকে মুক্তির পথ খুজতে আগ্রহী করে। দু:খেই দুঃখের শেষ, দু:খেই দুঃখের সর্বোচ্চ পরিণাম বলে তিনি মনে করেন নি।

অপর দিকে রবি ঠাকুর লক্ষ্য করেছেন এই পৃথিবীর বিভিন্ন দুঃখে এই ধরিত্রী মা এর থেকে দুঃখী বাষ্প নির্গত হচ্ছে।কবি চেয়েছেন সর্গের অমৃত থেকে দূরে থেকে এই মা এর বুকে থাকতে।রবি ঠাকুর নিজের মধ্যে জমা থাকা দুঃখ প্রকাশে দেখতে পেয়েছেন এই জগৎ দুঃখময়।তাতে নিজের দুঃখ ফিকে অনুভব করেছেন তিনি।

এই দুঃখ মোচনের উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি খোজাতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা আনন্দের উৎস মনে করেছেন এবং রবি ঠাকুর মনে করেছেন যে পৃথিবীর শত দুঃখের মধ্যে পৃথিবীর নব সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেতে।

শিক্ষা : রবীন্দ্র চেতনায় শিক্ষার বহুমুখী দার্শনিক পাঠ

DR SIDDHARTHA KHANRA

Assistant Professor in Bengali at GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE AT KALIGANJ
E - Mail - siddhartha.khanra4@gmail.com

শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক উপলব্ধি জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশকে সুনিশ্চিত করেছে। স্বাদেশিকতা ও মনুষ্যত্ব তার শিক্ষা চেতনার অন্যতম দিক। সর্বভারতীয় শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি ভারতীয় শিক্ষার সমস্যা ও সংকটকে তুলে ধরে তার সমাধানের নানা কর্মসূচি চিহ্নিত করেছেন। শিক্ষা-ভাষা-সাহিত্য কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে জাতীয় চিত্তকে নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তা তিনি স্পষ্ট করেছেন। সবক্ষেত্রে না হলেও অন্তত বাংলাদেশে শিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষা বাংলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছেন। শৈশব থেকে উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণাতেও মাতৃভাষাতেই শিক্ষাদান করা হোক এটা তিনি চাইতেন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষাদন প্রণালী, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক, ছাত্রের চরিত্রগঠন, জীবনচর্যার আদর্শ এই সব ক্ষেত্রে তার উপদেশ ও সুচিন্তিত মতামত বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধগুলি হল- শিক্ষার হেরফের, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, শিক্ষাসংস্কার, শিক্ষাসমস্যা, জাতীয় বিদ্যালয়, তপোবন, ধর্মশিক্ষা, শিক্ষার সাঙ্গীকরণ, শিক্ষার মিলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকিরণ ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলি অবলম্বনে আলোচনা বিস্তৃতি লাভ করবে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার নিবিড় যোগকে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। শাসন নয় স্নেহ ও মনের আত্মিক সম্বন্ধ ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে এটাই রাবীন্দ্রিক শিক্ষার অন্যতম দিক।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে অরুণ রঞ্জন মিশ্রের অবদান

Dr Chiranjib Bandyopadhyay

Assistant professor in Sanskrit at Government General Degree College Kalna I
E - Mail - joy.newtown66@gmail.com

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে জাতীয়স্তরে এবং আন্তর্জাতিকস্তরে প্রফেসর অরুণ রঞ্জন মিশ্র অত্যন্ত পরিচিত নাম। অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং অনবদ্য বাগ্মীতা তাঁর অনন্য প্রতিভাকে অননুকরণীয় শ্রেষ্ঠত্বের পথে নিয়ে চলেছে। বাণীর বরপুত্র কবি, ২/১/১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বংশানুক্রমে কবি কবিত্বশক্তির অধিকারী। কবির পিতা ও পিতামহ উড়িষ্যার প্রথিতযশা কবি ছিলেন । ওড়িয়া, সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, ইংরাজি এই পাঁচটি ভাষায় কবির পারদর্শীতা লক্ষ্যণীয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের শতাধিক আলোচনাচক্রে কবি তাঁর জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ পাঠ করেছেন। অদ্যাবধি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রায় শতাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ওড়িয়া, ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় বহুসংখ্যক পুস্তক রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

• Dimensions of Contemporary Sanskrit Research
• Reflections on Aesthetics and Poetics
Indian Tradition of Sabdasakti
Contemporary Sanskrit writings in Orissa
স্বরচিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ হল
• তব জবধারা মন্ময়ে রেখাসু
• নেত্রপ্রান্তে নিস্পন্দ সময়
• করোনাকম্পশতকম্ ইত্যাদি।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যকার রাধাবল্লব ত্রিপাঠী, শশিভূষণ মিশ্র, বনমালী বিশ্বাল তাকে উত্তরাধুনিক সংস্কৃত কাব্যধারার পুরোধা রূপে বিবেচনা করেন ।|

আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে রমা চৌধুরীর অবদান

Anjana Das

Assistant Professor in Sanskrit at Rampurhat College
E - Mail - dasamianjana@gmail.com

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা উপাচার্য রমা চৌধুরী, প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও বিরল কৃতিত্বের অধিকারী । অতি উচ্চশিক্ষিত অভিজাত পরিবারের কন্যা রমা চৌধুরী প্রথম বাঙালী হিসাবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি ফিল্ ডিগ্রী অর্জন করেন । তিনি স্বামী যতিন্দ্রবিমল চৌধুরীর সঙ্গে যুগ্মভাবে ‘প্রাচ্যবাণী' নামক নাট্যসংঘের প্রতিষ্ঠা করেন । এই সংঘের কাজ ছিল নিত্য নতুন সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করা । ‘প্রাচ্যবাণী'র অভিনয় ধারাকে সচল রাখার জন্য তিনি প্রায় ২০ টি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন । সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শঙ্করাশঙ্করম্, নিবেদিত-নিবেদিতম্, যুগজীবনম্, দেশদীপম্, যতীন্দ্রযতীন্দ্রম্, কবিকুলকোকিলম্ অভেদানন্দম্, ভারতাচার্যম্ ভারততাপম্ চৈতন্যচৈতন্যম্, রসময় রাসমণি, প্রসন্নপ্রসাদ, গণদেবতা নাটকম্, ভারতপথিকম্, অগ্নিবীণানাটকম্, মেঘমেদূরমেদিনীয়ম্, সংসারামৃতম্, পল্লীকমলম্, নগর নূপুরম্, কবিকুলকমলম্ প্রভৃতি ।

তাঁর অধিকাংশ নাটকই জীবনীকেন্দ্রিক । তিনি অতি নিপুণভাবে ছন্দ ও অলঙ্কারের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন । পাণ্ডিত্যের ভারে নাটকগুলি ভারাক্রান্ত হয়নি, বরং সহজ ভাবে উপস্থাপিত হয়ে সহৃদয় দর্শকের চিত্তে আনন্দধারার সিঞ্চন ঘটিয়েছে । সার্থক হয়েছে নাট্যকারের সাধনা ।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা মূলক সাহিত্য চর্চা

Premankur Misra

অতিথি অধ্যাপক, বাংলা, Prof S.N.H College
E - Mail - premankurmisra@gmail.com

বিশ্ব নন্দিত কথা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, সৌন্দর্যচেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, অত্যন্ত সুদৃঢ়। কিন্তু তার স্বদেশ ভাবনা ছিল বেশ জটিল ও বিচিত্র তথা উচ্চতর। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব কে সমর্থন করলেও সেই সমর্থন জোরদার ছিল না, কারণ তিনি সাম্রাজ্যবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদকে মেনে নিতে পারে নি ।

দেশকে ভালবাসতেন বলেই ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে তিনি শামিল হয়েছিলেন তবে সেই আন্দোলনের ধরন ছিল একটু অন্যরকম কারণ পূর্বেই বলেছি তিনি উগ্রজাতীয়তাবাদ মোটেই পছন্দ করতেন না, তাই তিনি নৈপথ্যে থেকে আন্দোলনের প্রেরণা দান করতেন, বিপ্লবীদের উৎসাহিত করতেন। তিনি ছিলেন উদার নৈতিক মানসিকতার অধিকারী , স্বভাবতই সরাসরি হিংসাত্মক পন্থা বা প্রতিবাদ প্রতিরোধ, সশস্ত্র আন্দোলনে যোগদান করা এগুলো তাঁর স্বদেশ ভাবনার মধ্যে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা তার প্রবন্ধ উপন্যাস ছোটগল্প কবিতা-গানে ছড়িয়ে রয়েছে ।

তার স্বদেশী সমাজ এবং অবস্থায় ব্যবস্থা দুটি প্রবন্ধ স্বদেশ ভাবনা বিষয়ক প্রবন্ধ। উপন্যাস প্রকরণের মধ্যে ঘরে বাইরে চার অধ্যায় গোরা তার স্বদেশ ভাবনার পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়। কবিতা-গানে তার স্বদেশ ভাবনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। তার গীতবিতানের 46 টি কবিতা দেখা যায় স্বদেশ ভাবনায় ভরপুর। তিনটি দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে তার স্বদেশ ভাবনা মূলক গান গাওয়া হয়। তাঁর স্বদেশ ভাবনার মূল সুর ছিল মানবতাবাদ। দেশ কাল পাত্রের উর্ধ্বে উঠে এর সুর বাঁধা

রামায়ণে উপেক্ষিতা নারীদের বিদ্যাচর্চা

Dr Sampriti Biswas

Assistant Professor in Sanskrit at Muralidhar Girls' College
E - Mail - sampriti.biswas@gmail.com

রামায়ণ ও মহাভারত যুগ যুগ ধরে ভারতের জনজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চালিত হয়েছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। বহু গবেষক এই দুই মহাকাব্যকে নির্ভর করে তৎকালীন ভারতীয় জনজীবনের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছেন। রামায়ণে নারীর অবস্থান একটি বহু চর্চিত বিষয়। রামায়ণের নারী প্রসঙ্গ এলেই প্রথমেই আমাদের মনে আসে সীতা। কারন সীতা রামায়ণের মূল চরিত্র এবং তাকে ঘিরেই যে গল্পের অগ্রগতি ঘটেছে তা বলা বাহুল্য। রামায়ণে দুই প্রকার নারীর কথা আমরা পেয়েছি আর্য জাতীয়া নারী এবং রাক্ষসকূল বংশজা কিংবা বলা যেতে পারে অনার্য জাতীয়া নারী। আমার এই শোধপত্রে রাক্ষস বংশীয় নারীদের বিদ্যা চর্চার দিক থেকে কিরূপ স্থান ছিল তা তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা রয়েছে। রাজনৈতিক শাস্ত্রে তথা ধর্মশাস্ত্রে শূর্পণখা, মন্দোদরী এদের প্রজ্ঞা বিশেষভাবে নজর কাড়ে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শী রূপে শূর্পণখা, তাড়কা; মায়াবিদ্যায় পারদর্শী হিসেবে বিভীষণ পত্নী সরমা, এছাড়াও লক্ষণশাস্ত্রে অভিজ্ঞারূপে ত্রিজটা ইত্যাদি নাম উঠে আসে। এভাবেই তাঁদের কথা তুলে ধরাই এই শোধপত্রের মূল উদ্দেশ্য হবে।

নৈতিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানপ্রসারে সংস্কৃতসাহিত্য

Amit Sana

Assistant Professor in Sanskrit at Bankura Zilla Saradamani Mahila Mahavidyapith
E - Mail - sana.amit06@gmail.com

নৈতিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান মানুষকে মানুষ সংজ্ঞায় অভিহিত করার ক্ষমতা রাখে। না হলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুস্তরে নেমে যেত। আজকে কেবল ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বে নৈতিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্রমশ অধঃপতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বর্তমান সময়ে শিক্ষার মান বা শিক্ষার হার প্রাচীনকালের থেকে অনেক বেশি। অনেক বড় বড় ডিগ্রি বা উপাধি আমরা লাভ করছি। কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশক চারিত্রিক গুণগুলি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে।

এই নৈতিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের কম হওয়ার কারণ আমাদের সমাজ সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত সংস্কৃতসাহিত্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে নৈতিক বিষয়গুলো জেনেছে সেগুলো ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করছে না। সমাজে বসবাসকারী আমরা যদি সংস্কৃতসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নৈতিক জ্ঞান লাভ করে সেগুলো আমাদের আচার-আচরণে ফুটিয়ে তুলতে পারি তাহলে নিজেদের জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে পাশাপাশি সমাজও সুন্দর হয়ে উঠবে।।

পাশ্চাত্যের চোখে রবীন্দ্রনাথ

Souvik Si

Student of Bengali in The university of burdwan
E - Mail - souvik.sikalna@gmail.com

শিকাগোর পোয়েট্রি পত্রিকার সম্পাদক হেনরি মনোর কবিকে শিকাগোতে নিমন্ত্রণ গ্রহণের আবেদন জানাই। প্রথমদিকে কবি যেতে একটু জড়তা প্রকাশ করে, তার একটি কারণ ছিল এই পোয়েট্রি ম্যাগাজি নেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা যখন ছাপা হয় তখন তাকে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় আশ্চর্যজনকভাবে সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয় 'এটা আত্মকেন্দ্রিক আমেরিকা অবশেষে বুঝতে পেরেছে যেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'পুত্র রথীন্দ্রনাথ সম্পাদককে কিছু কপি চেয়ে পাঠান। পরবর্তীকালে মিসেস মনোর উষ্ণ আহব্বানে পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে সেখানে যান। ১৯৩৭ সালে ইংরেজ সাহিত্যিক হেনরি গ্রাহাম গ্রীন তাকে সংকীর্ণ মানসিকতায় দেখে এবং তাকে একজন মহান রহস্যবাদীর কল্পিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। জাপানের প্রথম নোবেল জয়ী সাহিত্যিক ইয়া সিনারি কাওয়াবাতা তাকে বর্ণনা দিচ্ছেন সাদা চুল ও দাড়ির মধ্যে দিয়ে এই কোভিদ দর্শন অনেকেই গ্রহণ করেছেন ও বর্জন করেছেন। তবে সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে এখন অকুন্ঠ চিত্তে। কারণ রবীন্দ্রনাথও ছিলেন একজন বিজ্ঞানের কবি।

Reading Tagore's Thoughts on Buddhism in Contemporary Perspective

Dr Arindam Bhattacharyya

Assistant Professor & Coordinator, Department of Pali, The Sanskrit College and University, Kolkata.

E - Mail - arindamati.ti@gmail.com

Much has been written about the philosophical and spiritual impact of Buddhism on the writings of Rabindra Nath Tagore. He himself had explicitly expressed his feelings towards Buddhism through his lecture, essays, dramas and poetries like Buddhadev, Buddhadev-prasanga, Malini, Chandalika, Buddhadever prati, Prarthana &c. However, there is a need to re-read these writings within a contemporary perspective and to understand how he interpreted Buddhism in a way that was different from the usual current of Indological Studies. This paper will try to understand his writings in this context.

Looking into Rabindranath Tagore's Idea of Nationalism: Reviving the Upanishadic Concept of Universalism

Dr Manoj Kumar Pathak

Associate Professor in English at Arka Jain University , Jamshedpur, Jharkhand
E - Mail - dr.manoj@arkajainuniversity.ac.in

The Upanishads are a collection of ancient Indian texts that form the core of Indian philosophy and spirituality. Rabindranath Tagore, the Indian poet, philosopher, and Nobel laureate, had an Upanishadic understanding of nationalism that differed from the conventional understanding of the term. While he acknowledged the importance of national identity and pride, he also cautioned against the dangers of excessive nationalism, which he believed could lead to chauvinism, violence, and oppression. This paper aims to locate Rabindranath Tagore's Upanishadic Idea of Nationalism which talks about universal humans and connection of humans beyond territorial boundaries. While the Upanishads do not use the term "nationalism" in the modern sense, they do contain many ideas that are relevant to the concept of nationalism. One of the key themes in the Upanishads is the idea of the "Brahman," which refers to the ultimate reality or consciousness that underlies all of existence. The Upanishads teach that this consciousness is present in all beings, regardless of their nationality, race, or religion. This emphasis on the unity of all things suggests a view of the world that transcends national boundaries and emphasizes the interconnectedness of all life. Another important theme in the Upanishads is the idea of "Karma," which refers to the law of cause and effect. The Upanishads teach that our actions have consequences, both in this life and in future lives, and that we have a responsibility to act in accordance with dharma, or righteous action suggesting a view of society that is based on principles of justice and fairness, rather than nationalistic self-interest. Tagore believed that true nationalism was not based on hatred or exclusion, but on the shared values of a community. He emphasized the importance of cultural diversity and saw it as a source of strength rather than weakness. He believed that different cultures could learn from one another and enrich each other, and that a truly national culture would be inclusive and open-minded. Tagore also saw nationalism as a means to promote universal human values, such as compassion, empathy, and justice. He believed that the purpose of a nation was to create a just and equitable society that respected the rights and dignity of all individuals, regardless of their race, religion, or ethnicity. Tagore's concept of nationalism was rooted in a deep appreciation for diversity and a commitment to universal human values that revives the concept of universalism. He believed that nationalism should be a force for good in the world, promoting peace, justice, and equality, rather than a source of conflict and division.

প্রাচীন সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ: একটি ভারততাত্ত্বিক পর্যালোচনা।

Dr Sk Asraf Ali

Assistant professor in Sanskrit at Govt General Degree College Kalna 1
E - Mail - asrafali13@gmail.com

উপনিবেশিক শিক্ষায় ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে অনেক কিছুই আদান প্রদান হল।১৭৮৪ সালে স্যার ইউলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত" দি এশিয়াটিক সোসাইটি" তে সংস্কৃত ও ভারতবিদ্যার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সংস্কৃত জ্ঞান ভারতের সাহিত্য -সংস্কৃতি , সমৃদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব ও সামাজিক ঐতিহ্য অনুধাবনে সাহায্য করে। ফলে ভারতের সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন , ধর্ম গ্রন্থ ইত্যাদি ইউরোপীয়গণ তাদের ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তী কালে মহাকবি, দার্শনিক নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সমালোচক শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভারতবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। শুধু তাই নয় তার পরিবার- পরম্পরায় সংস্কৃত ভাষার চর্চা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। তাঁর পরিবারের অনেকেই সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থ। তিনি নিজে একাধিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা অনুবাদ করেছেন। এমন একটা প্রাচীন সাহিত্য চর্চার আবহাওয়ার ভিতরে কবি মানুষ হয়েছেন। ফলে তাঁর প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ স্বভাব বসত-ই বাড়ে সেই ছোট্ট বেলায় । তিনি "প্রাচীন সাহিত্য" (১৯০৭) প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর এই প্রবন্ধে তিনি মহাকবি বাল্মীকি ও মহাকবি কালিদাসে সংস্কৃত কাব্যের রস ও আদর্শকে গ্রহণ করে করেছেন । তার এই প্রবন্ধে রয়েছে১) রামায়ণ, ২)মেঘদূত , ৩)কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, ৪)শকুন্তলা, ৫)কাদম্বরীচিত্র, ৬)কাব্যের উপেক্ষিতা বিষয় গুলো।

এই বিষয়েই আলোচনা হবে আলোচিত প্রবন্ধে।

মুসলমান কবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

Taufiqua Hasin

Student in Bengali at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - taufiquahasin@gmail.com

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে হিন্দু কবিদের পাশাপাশি মুসলমান কবিদের পরিচয় পাওয়া যায় । তথাপি সাহিত্য সমালোচকগণ 'হিন্দু কবি' ও 'মুসলমান কবি' এই অভিধায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবিদের বিভক্ত করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে জানতে পারি বাংলায় হিন্দু শাসনের অবসান এবং মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্নে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে আমরা বেশ কিছু কবিদের পরিচয় পাই । যেমন - দৌলত কাজী , সৈয়দ আলাওল , কোরেশী মাখন প্রমুখ রোসাঙ রাজ্যসভার শ্রেষ্ঠ কবি। তাছাড়া চাকমা রাজাদের দ্বারা শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

মধ্যযুগীয় নারী চরিত্র ও পুরুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র

Moumita Ghosh

Student in Bengali at Tehatta Sadananda Mahavidyalaya
E - Mail - moumitaghosh143@gmail.com

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিদ্যাপতি,বড়ুচন্ডীদাস,জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস ,বলরাম দাস, বৃন্দাবন দাস ,কৃষ্ণ দাস কবিরাজ,লোচনদাস, ভরত চন্দ্র রায় গুণাকর, মুকুন্দ চক্রবর্তী, রামমোহন সেন প্রমুখের হাত ধরে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেই শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিতে উল্লেখ্য নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলিকে লেখকগণ নিজেদের সর্বস্ব ক্ষমতা প্রদান করে ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং এই চরিত্র গুলির মাধ্যমে আমরা মধ্যযুগীয় রীতিনীতি সেই সময়ের মানুষের ভাবনাচিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ ও জামালযাদেহ : বাংলা ও ফারসি ভাষার ছোটগল্পের জনক হিসেবে মূল্যায়ন

মিজানুর রহমান
ডিস্টিংগুইশড স্কলার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
বৈদ্যুতিক ঠিকানা: persianmizan@gmail.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১-১৯৪১) ও জামালযাদেহ(১৮৯২-১৯৯৭) বাংলা ও ফারসি ভাষার ছোটগল্পের জনক, এরীতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁরা চালিয়েছেন। চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় ছোটগল্পসমূহের চরিত্রগুলোকে আমেরিকা জীবন্ত ও একান্ত পরিচিত করে তুলতে ভিনগ্রহের কাউকে নির্বাচিত না করে আমাদের আশেপাশের কোন ব্যক্তি বা বিষয়বস্তুকে বেছে নিয়ে আমাদের ভাষায়ই কথা বলিয়েছেন। সময়ের অভিঘাত, মোড় ইত্যাদিকে সঠিকভাবে রূপায়িত করেছেন। এগুলিই উভয়ের ছোটগল্পের মূল সুর। অবয়বেও প্রায় মিল পরিলক্ষিত হয়। ভাষার ব্যবহারের অকৃত্রিম ও আন্তরিক ছিলেন। সেসাথে লোকজ মানুষের ভাব-ভাষাকে নান্দনিকভাবে গল্পের চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। শিশুতোষ, ব্যাঙ্গাত্মক, প্রেম, প্রকৃতি, অতিপ্রাকৃত, রাজনীতি ও সমাজ দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন উভয়েই। সার্বিকভাবে তাঁরা শিল্পসফল গল্প বুনে অমর হয়েছেন। সাথে অন্যান্য সাহিত্যিকবৃন্দের সামনে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করে দিয়ে আপন মনের খেয়ালে, কল্পনায় ভেসে বেড়িয়ে মানুষকে বুনতে প্রয়াস করে দিলেন।

প্রবন্ধে উভয়ের ছোটগল্পের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য ও প্রাসঙ্গিকতা পাশাপাশি তুলে ধরে সফল জনক হিসেবে মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হবে।

তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ২০১৩ সালে। এই মহাবিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক অসাধারণতার ১০ বছরে পদার্পণের বিষয়টি সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হচ্ছে। তারই অনুষঙ্গে ১৬২ তম রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আয়োজন করা হয়েছে এই আলোচনা সভার। সকল সুধীবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্বাদ এবং শুভকামনা এই মহাবিদ্যালয়ের আগামীর পথ চলাকে সুগম করুক।

ধন্যবাদ